জীবন বীমা (Life Insurance)

ভূমিকা

প্রতিটি মানুষের কাছে তার জীবন সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তাই প্রতি নিয়ত মানুষ তার নিজ নিজ জীবন রক্ষায় সচেষ্ট। তারপরও মানুষের জীবন খুবই অনিশ্চিত। যে কোন সময় কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ, দুঃখ দুর্দশা, রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য সমস্যার সম্মুখিন হতে পারে। তাই মানুষ তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তাকে মোকাবেলা করে ভাবনাহীন জীবন চলার জন্য জীবন বীমার আশ্রয় নিচ্ছে। মানুষের নিজের জীবন সহ অন্যান্যের জীবনের ক্ষতি ও ঝুঁকিকে মোকাবেলার জন্য আবিষ্কৃত হয় জীবন বীমার। প্রথম স্বল্প পরিসরে শুরু হলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে এর ব্যাপক প্রসার ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে জীবনবীমা। বর্তমানে বীমার জগতে সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে আছে জীবন বীমা। উন্নত দেশ সমূহে প্রায় প্রতিটি মানুষই জীবন বীমার আওতায় আছে। বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশেও জীবন বীমা জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ফলে সরকারী জীবন বীমার পাশাপাশি বহু বেসরকারি জীবন বীমা কোম্পানী কাজ করে চলেছে। এমনকি বর্তমানে ইসলামী জীবন বীমারও প্রচলন ঘটেছে ও জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। জীবন বীমা সবচেয়ে জনপ্রিয়, বিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ বীমা ব্যবস্থা হিসেবে সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত।

এই ইউনিটে আছে-

- *জীবন বীমার সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ*
- *জীবন বীমার চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া*
- *জীবন বীমার দাবি আদায় পদ্ধতি এবং*
- *বার্ষিক বৃত্তি ও সমর্পন মূল্য।*

জীবন বীমার সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
(Definition of Life Insurance and Its Classification)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জীবন বীমার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- জীবন বীমার শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

জীবন বীমার সংজ্ঞা ঃ জীবন বীমা হলো মানুষের জীবনের ঝুঁকি এড়ানোর কৌশল। জীবন বীমা কারো অকাল মৃত্যু, রোগ ব্যধি, অবসর জীবনের আর্থিক দৈন্যদশা ইত্যাদি থেকে মুক্তি পেতে বড় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এজন্য বীমা গ্রহীতা তার নিজের জীবন বা অন্য কারো জীবনের ঝুঁকি বীমা কারীর নিকট হস্তান্তর করে তার বিনিময়ে বীমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম পাবে এবং তার বিপরীতে বীমাগ্রহীতা বা তার নোমেনিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি যুক্ত এক চুক্তি।

M.N. Mishra-র মতে, "জীবন বীমা চুক্তি হলো এমন একটি চুক্তি যেখানে সেলামী অথবা কিস্তি পরিশোধের প্রতিদানে বীমাকারী বীমা গ্রহীতার মৃত্যুতে অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করে।"

তাই বলা যায় যে, জীবন বীমা হলো বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে এমন এক লিখিত চুক্তি যার ফলে বীমাগ্রহীতা তার নিজের বা অন্যের জীবনের ঝুঁকির জন্য বীমাকারীকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদান করে তার মৃত্যু বা নির্দিষ্ট সময় পরে সে নিজে বা নোমিনি বীমাকারীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট অর্থ পাবার প্রতিশ্রুতি পায়।

জীবন বীমা চুক্তির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Life Insurance)

আমরা জীবন বীমার সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে জীবন বীমার নিম্ন বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাব ঃ

১. মানব জীবন সম্পর্কিত বীমা ঃ জীবন বীমার বিষয় হলো মানব জীবন। বীমা গ্রহীতার মৃত্যু, বার্ধক্য, দূর্ঘটনা, পঙ্গুত্ব, অবসর জীবনের অর্থ কষ্ট, অনুরূপ তার স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যদের এ ধরনের বীমা চুক্তিতে বিবেচনা করা হয়।

২. বীমাযোগ্য স্বার্থ ঃ জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে যার সাথে আর্থিক স্বার্থ জড়িত তার উপর জীবন বীমা করা যায়। নিজ জীবন, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, মা-বাবা ও দেনাদার, ব্যবসায়ী অংশীদার প্রভৃতির উপর বীমা যোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান।

৩. চূড়ান্ত সদ্বিশ্বারের চুক্তি ঃ জীবন বীমাও চূড়ান্ত বিশ্বাসের চুক্তি। উভয় পক্ষকে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিক ও নালুকিয়ে সকল তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে বীমা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৪. প্রতিদান ঃ জীবন বীমার জন্য প্রতিদান আবশ্যক। বীমা গ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম এক কালিন বা কিস্তিতে বীমাকারীকে প্রদান করবে এবং বীমাকারী প্রতিদান স্বরূপ বীমাগ্রহীতার মৃত্যু বা নির্দিষ্ট সময়ের পর বীমা গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিবে।

৫. নিশ্চয়তার চুক্তি ঃ জীবন বীমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বীমা গ্রহীতার মৃত্যু বা নির্দিষ্ট সময় পর বীমা গ্রহীতা বা মনোনিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। জীবন বীমা করলে অর্থ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে যা অন্য কোন বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৬. ক্ষতিপূরণ নীতি প্রযোজ্য নয় ঃ জীবন বীমার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো জীবন বীমার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের নীতি প্রয়োগ করা যায় না। কারণ মানুষের জীবনের মূল্য অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। একটি বীমা গ্রহীতা যে পরিমাণ ও যতটি পলিসি গ্রহণ করবে তার মৃত্যুতে বা নির্দিষ্ট সময় পর ঠিক তত পরিমাণই টাকা আদায় করতে পারবে।

৭. প্রস্তাবের স্বীকৃতি ঃ অন্যান্য চুক্তি থেকে জীবন বীমা চুক্তির প্রস্তাবের স্বীকৃতি অধিকতর কঠিন ও নিয়ন্ত্রিত। কারণ বীমাকৃত পক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পত্র প্রদান করে যার কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন করা যায় না। তাই জীবন বীমা চুক্তিকে প্রস্তাব বা শর্তানুগ চুক্তি বলে।

৮. মনোনয়ন ঃ জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা বীমা করার সময় তার মৃত্যুতে কে টাকা পাবে তা ঠিক অথবা বীমার দাবীর পূর্ব পর্যন্ত যেকোন সময় মনোনয়ন পরিবর্তন করতে পারেন।

৯. অধিকারর্পণ বা হস্তান্তর ঃ বীমা গ্রহীতা বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকুক বা নাথাকুক বীমা পত্র বৈধ প্রতিদানের বিনিময় বা স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্কের কারণে বীমার অধিকার অর্পণ করতে পারে। অর্থাৎ জীবন বীমা পত্র হস্তান্তর যোগ্য।

১০. একতরফা চুক্তি ঃ অন্যান্য বীমার ন্যায় জীবন বীমা চুক্তি ও এক তরফা চুক্তি।

১১. শর্তাধীন চুক্তি ঃ জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমা দাবী পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ও নির্ধারিত শর্তসমূহ পালন করতে হয়। তাই জীবন বীমাকে শর্তাধীন চুক্তি বলে।

জীবন বীমার গুরুত্ব (Inportance of Life Insurance)

জীবন বীমার গুরুত্ব অপরিসীম। এ বীমা ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনেই শুধু গুরুত্ব বহন করে না, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও জীবন বীমা গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রাখে। নিম্নে জীবন বীমার গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো ঃ

ক. ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে জীবন বীমার গুরুত্ব

১. মৃত্যুজনিত ক্ষতি ও দুঃখ-দুর্দশা লাঘব ঃ কোন উপার্যনকারী ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু হলে পরিবারে অর্থনৈতিক ধস নেমে আসে, সংসার পরিচালনায় রিতিমত হিমসিম খেতে হয়। সেক্ষেত্রে জীবন বীমা এক বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে কাজ করে। জীবন বীমা আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করে। ফলে আর্থিক কষ্ট লাঘব হয়।

২. বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন ঃ বার্ধক্য হয়ে গেলে মানুষ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন চিকিৎসা, সংসার চালানর অর্থ থাকে না, ফলে আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয় অনেকের। সেক্ষেত্রে জীবন বীমা অবসর সময়ে আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৩. উপার্জন বন্ধজনিত কষ্ট লাঘব ঃ অনেক কারণে হঠাৎ করে উপার্জন বন্ধ হতে পারে। যেমনঃ হারান, দূরারোগ্যব্যধি, পঙ্গুত্ব, প্রর্ভতি কারণে উপার্জন বন্ধ হতে পারে। জীবন বীমা এক্ষেত্রে আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে।

৪. ঋণ পরিশোধ ঃ মানুষ বিবিধ কারণে ঋণ গ্রস্থ হয়ে পড়ে। জীবন বীমা ঋণ পরিশোধে সহায়তা করে, এমনকি নতুন ঋণ মঞ্জুর করে থাকে।

৫. সঞ্চয়ে উৎসাহী করে ঃ বীমাকারী জীবন বীমার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বীমা গ্রহীতার নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রিমিয়াম গ্রহণ করে থাকে। এ প্রিমিয়াম প্রদান করার জন্য বীমা গ্রহীতাদেরকে সঞ্চয় করতে হয়। এভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে উঠে। মেয়াদ শেষে মোটা অংকের টাকা একত্রে পায় যা দ্বারা লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগও করতে পারে।

৬. ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি ঃ জীবন বীমার মেয়াদ শেষে প্রত্যেক বীমা গ্রহীতা বড় অংকের টাকা একত্রে পায়। এ টাকা বিভিন্ন ভাবে বিনিয়োগ করে অর্থনেতিক সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে।

৭. মানসিক প্রশান্তি ঃ জীবন বীমা করার ফলে মানুষ অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকে। মানসিক ভাবে প্রশান্তি লাভ করে। কোন ধরনের আর্থিক কষ্টে পড়তে হবেনা বলে ভাবনাহীন জীবন যাপন করতে পারে।

৮. আয় কর রেয়াত লাভ ঃ জীবন বীমার প্রিমিয়ামের টাকা আয়কর মুক্ত থাকে বলে বীমা গ্রহীতা আয়কর রেয়াত সুবিধা ভোগ করে।

৯. বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভে জীবন বীমার গুরুত্ব ঃ জীবন বীমা জনপ্রিয়তা লাভ করায় বীমাকারী প্রতিষ্ঠান অধিক সংখ্যক বীমা গ্রহীতা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। তাদের দাবী মিটানোর পর প্রচুর অর্থ লাভ থাকে বিধায় তারা লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে আরো লাভবান হতে পারে। আবার জীবন বীমার দাবী সাধারণত বেশী সময় পর হয়ে থাকে। ফলে বীমাকারীগণ জীবন বীমা থেকে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম বাবদ টাকা দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগে ব্যবহার করে লাভবান হতে পারে।

গ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জীবন বিমার গুরুত্ব

জীবন বীমা শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নিম্নে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জীবন বীমার গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো ঃ

১. অর্থ ভান্ডার সৃষ্টি করে ঃ বিপুল সংখ্যক বীমা গ্রহীতা জীবন বীমা গ্রহণ করে বিধায় তাদের নিকট থেকে প্রচুর অর্থ পাওয়া যায় যা দিয়ে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যায়। ফলে মূলধন গঠন হয়ও দেশ অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ হয়।

২. শিল্প ক্ষেত্রে অবদান ঃ যেহেতু জীবন বীমার মাধ্যমে প্রচুর মূলধন গঠন হয়, তাই সে মূলধন দিয়ে শিল্পে বিনিয়োগ করে শিল্পের প্রসার ও উন্নতি করা সম্ভব হয়। এতে দেশের শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি হয়।

৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঃ জীবন বীমার প্রসারের সাথে সাথে বীমা কোম্পানীতে প্রচুর লোক চাকুরী সুবিধা পায়। আর বীমা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উৎপাদন মুখী প্রকল্পে বিনিয়োগের ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়, যা দেশের বেকারত্ব কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৪. সরকারী আয় বৃদ্ধি ঃ জীবন বীমা প্রসারের ফলে বীমা কোম্পানী থেকে সরকার প্রচুর আয়কর আদায় করতে পারে। আবার বীমার সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগ করার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় সেখান থেকে সরকার রাজস্ব আদায় করে। তাই জীবন বীমা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা ঃ জীবন বীমার ফলে কোন লোকের মৃত্যুতে বেকারত্ব বা কর্মক্ষমতা হারালে বীমা আর্থিক ভাবে সাহায্য করে থাকে। এর ফলে যেমন পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে তেমনি সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলাও অটুট থাকে।

৬. প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ঃ সরকার প্রয়োজনে জীবন বীমা কোম্পানী থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে। যা দেশ ও জাতির জন্য বড় উপকারে আসতে পারে।

৭. মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে ঃ জীবন বীমার প্রিমিয়াম দিতে হয় ফলে সঞ্চয় করতে হয়। এর ফলে ভোগ কমে যায় ও বাজারে অহেতুক মুদ্রার প্রবেশ ঘটে না। যা মুদ্রাস্ফীতি রোধে অনেক সহায়াক ভূমিকা পালন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল যে জীবন বীমা শুধুমাত্র মানুষের জীবনের ঝুঁকিই কমায় না ইহা বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জীবন বীমার শ্রেণী বিভাগ (Classification of Life Insurance)

জীবন বীমার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। এর অনেক শাখা প্রশাখা আছে। জীবন বীমাকে বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। তবে এখানে এম. এন. মিশ্রা বীমার যে শ্রেণী বিভাগ করেছে তা বর্ণনা করা হলো। তার মতে বিভিন্ন জীবন বীমাকে কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

- বীমা পত্রের মেয়াদ অনুসারে;
- বীমা কিস্তি বা সেলামী পরিশোধের ভিত্তিতে;
- মুনাফায় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে;
- বীমাপত্রের সাথে যুক্ত বীমাকৃতদের সংখ্যার ভিত্তিতে; এবং
- বীমা দাবী পরিশোধের পদ্ধতি অনুযায়ী।

ক. বীমার মেয়াদ ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ (Classification on the Basis of Time)

মেয়াদের ভিত্তিতে যে জীবন বীমা করা হয় তাকে মেয়াদী জীবন বীমা বলে। মেয়াদী জীবন বীমাকে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ ১. আজীবন বীমাপত্র ২. সাময়িক বীমাপত্র ৩. মেয়াদী বীমা পত্র ৪. উত্তর জীবী বীমা পত্র। মেয়াদ ভিত্তিক বীমাপত্রসমূহ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. আজীবন বীমা পত্র ঃ এ ধরনের বীমাকৃত ব্যক্তিকে বেচে থাকা অবধি প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হয় এবং তার জীবদ্দশায় বীমার টাকা ভোগ করতে পারে না। শুধুমাত্র বীমাকৃত ব্যক্তি মরার পরই দবী পরিশোধ করা হয়। এ ধরনের বীমা বীমাকৃত ব্যক্তির আনুপস্থিতিতে পরিবারের আর্থিক নিশ্চয়তায় প্রদান করে। একে আবার কিস্তি পরিশোধের ভিত্তিতে কয়েকটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে আজীবন বীমার উপশ্রেণী বর্ণনা করা হলো ঃ

(i) একক কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বীমা পত্র ঃ যে আজীবন বীমার জন্য একটি মাত্র কিস্তি দিতে হয় তাকে একক কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বীমা পত্র বলা হয়। বড় অংকের টাকা একত্রে পরিশোধ করতে হয় বলে এ ধরনের বীমার প্রচলন বর্তমানে নেই বললেই চলে।

(ii) অবিরাম কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বীমা পত্র ঃ এ ধরনের বীমায় বীমাকৃত ব্যক্তির সারা জীবন কিস্তি দিতে হয়। ফলে এ ধরনের বীমার বড় অসুবিধা হলো মানুষের শেষ জীবনে প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ কষ্টকর। তার ফলে এ ধরনের বীমার জনপ্রিয়তা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

(iii) সীমিত কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বীমা পত্র ঃ এ ধরনের বীমার কিস্তি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিশোধ করতে হয়। এরপর বীমাকৃত ব্যক্তি বেচে থাকলেও আর প্রিমিয়াম দিতে হয় না। এ ধরনের সুবিধা থাকায় এ রকম বীমা পত্রের জন প্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

(iv) রূপান্তর যোগ্য বা পরিবর্তনীয় আজীবন বীমা পত্র ঃ এ ধরনের বীমা পত্র পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যায় বলে একে রূপান্তর যোগ্য আজীবন বীমা বলা হয়। পাঁচ বৎসর প্রিমিয়াম দেবার পর এটাকে রূপান্তর করা যায়। এ ধরনের রূপান্তরের ক্ষেত্রে কোন ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে ৭০ বৎসর পর্যন্ত কিস্তি পরিশোধ করতে হয় এবং মেয়াদ শেষে আজীবন বীমার সুবিধা ভোগ করেন। পক্ষান্তরে মেয়াদী বীমায় রূপান্তর করা হলে মেয়াদ শেষে মেয়াদী বীমার সুবিধা ভোগ করা হয়।

২. সাময়িক বীমা পত্র ঃ সাময়িক বীমা সাধারণতঃ ২ থেকে ৭ বৎসর পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদের জন্য করা হয়। এক্ষেত্রে বীমার সময়ের মধ্যে মারা গেলে বীমার দাবী পাওনা হয়। আর মারা না গেলে কোন দাবী বীমাকৃত ব্যক্তি চাইতে পারে না। এতে প্রিমিয়াম খুবই কম দিতে হয়। উল্লেখ্য যে সাময়িক বীমা সব সময় মুনাফা বিহীন হয়ে থাকে।

এ ধরনের বীমা নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য ঃ

ক) বিশেষ কারণে যাতের অল্প সময়ের জন্য অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা প্রয়োজন হয়।

খ) যাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রতিরক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু সাময়িক ভাবে স্বাস্থ্য খারাপ বা বেশী প্রিমিয়াম দিতে অক্ষম।

গ) কোন কারবারী তার কারবারের প্রাথমিক পর্যায়ে কোন কারবারী বিপদ মোকাবেলার লক্ষ্যে এ ধরনের বীমা গ্রহণ করতে পারে।

ঘ) কারবারীর মূল ব্যক্তির জন্য এ ধরনের বীমা প্রযোজ্য।

ঙ) একজন বন্ধক দাতার সম্পত্তি রক্ষার জন্য এ ধরনের বীমা গ্রহণ করে থাকে।

চ) কোন ব্যক্তি তার সন্তানের লেখা পড়ার জন্য এ ধরনের বীমা গ্রহণ করতে পারে।

ছ) অল্প সময়ের জন্য বীমা করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য।

সাময়িক বীমা আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় -

অ) সরল বা স্বল্পকালীন সাময়িক বীমাপত্র ঃ এ বীমার মেয়াদ মাত্র দু'বৎসর। এ সময়ের মধ্যে বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু না হলে কোন বীমাদাবী পাওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে শুরুতে একটি মাত্র বীমা কিস্তি প্রদান করতে হয়। এতে ডাক্তারী পরীক্ষার ফি প্রদান করতে হয়। এ বীমা পত্রে তেমন কোন লাভ নেই। তবে এ বীমা রূপান্তর বা পরিবর্তন যোগ্য।

আ) নবায়ন যোগ্য সাময়িক বীমা পত্র ঃ এ জাতীয় বীমাকে কোন রূপ ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতিরেকেই মেয়াদ শেষে নবায়ন করা যায়। ৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত এ বীমা যতবার খুশী নবায়ন করা যায়। যাদের স্বাস্থ্য দ্রুত অবনতি হয তাদের জন্য এ বীমা ভাল। কারণ নবায়নে ডাক্তারী পরীক্ষা লাগে না।

ই) পরিবর্তন বা রূপান্তর যোগ্য বীমাপত্র ঃ যে সাময়িক বীমাকে মেয়াদী বা আজীবন বীমাপত্রে রূপান্তর বা পরিবর্তন করা যায় তাকে রূপান্তর বা পরিবর্তন যোগ্য বীমা বলে। মেয়াদ শেষের দু'বৎসরের মধ্যে কোনরূপ ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়াই মেয়াদী জীবন বীমা ও সীমিত কিস্তি সম্পন্ন বীমা আজীবন বীমাতে রূপান্তর করা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শুধুমাত্র ১ম শ্রেণীর জীবনের জন্য এ ধরনের বীমা ইস্যু করা হয়। ৪০ বৎসরের উপর কোন ব্যক্তিকে, সামরিক বাহিনীসহ কোন বিপদজনক পেশার মানুষ বা মহিলাদের জন্যও এ ধরনের বীমা পত্র প্রদান করা হয় না। নূন্যতম মূল্য ৫,০০০ টাকা, এবং তা ৫, ৬ ও ৭ বছর মেয়াদে ইস্যু করা হয়। এ বীমাপত্রের প্রিমিয়াম একক, অর্ধবার্ষিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে কিস্তি পরিশোধ করা যায়। যেহেতু সমর্পন মূল্য, পরিশোধিত মূল্য বা রিবেট প্রদানের সুযোগ নেই সেহেতু এ বীমার বীমা কিস্তিও অপেক্ষাকৃত কম।

৩. মেয়াদী বীমা ঃ যে বীমার কিস্তি দীর্ঘ মেয়াদ ধরে পরিশোধের সুবিধা সহ বহুবিধ সুবিধা পাওয়া যায় তাকে মেয়াদী বীমা বলে। মেয়াদী বীমা আবার অনেক ধরনের হতে পারে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মেয়াদী বীমার বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

ক) বিশুদ্ধ মেয়াদী বীমা ঃ এ ধরনের বীমার ক্ষেত্রে বীমাকৃত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বেচে থাকলেই শুধু বীমার দাবী পেতে পারে। কিন্তু মেয়াদের পূর্বে বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে বীমা প্রতিষ্ঠানের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীমা কিস্তির টাকা ফেরতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খ) সাধারণ মেয়াদী বীমা ঃ এ ধরনের বীমাকৃত ব্যক্তি মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে মারা গেলে তার মনোনিত ব্যক্তিকে অথবা মেয়াদ শেষে বীমাকৃত ব্যক্তি বেচে থাকলে মেয়াদ শেষে বা চুক্তি অনুযায়ী তাকে বীমা দাবীর অর্থ প্রদান করা হয়। সাধারণ মেয়াদী বীমাপত্র প্রকৃত পক্ষে সামাজিক বীমা ও বিশুদ্ধ মেয়াদী বীমার যুক্তরূপ।

সাধারণ মেয়াদী বীমার সুবিধা নিম্নরূপ ঃ

১. বিনিয়োগ ও প্রতিরক্ষার সুবিধা ভোগ করা যায়;
২. শেষ বয়সে নিরাপত্তা ও পরিবার রক্ষার সুবিধা পাওয়া যায়;
৩. দীর্ঘ জীবন ও অকাল মৃত্যু উভয়ের ঝুঁকি মোকাবেলা করা যায়;
৪. বাধ্যতামূলক ভাবে সঞ্চয়ী করে তুলে;
৫. সন্তানদের লেখা পড়া, বিবাহশাদি ও অন্যান্য সুবিদা প্রদান করা যায়;
৬. জীবন বীমার সাধারণ সকল সুবিধা ভোগ করা যায়।

এ ধরনের বহুবিধ সুবিধা থাকায় সাধারণ মেয়াদী বীমার জনপ্রিয়তা অধিক। তাই সাধারণ জনগণ জীবন বীমা বলতে সাধারণ মেয়াদী বীমাকেই বুঝে থাকে।

গ) যৌথ-জীবন মেয়াদী বীমা ঃ যে বীমাপত্রে একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে একটি মেয়াদী বীমাপত্র গ্রহন করে তাকে যৌথ-জীবন মেয়াদী বীমা বলে। এক্ষেত্রে যেকোন একজন বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে বা মেয়াদান্তে বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়। বীমা কিস্তি মেয়াদ পর্যন্ত অথবা যে কোন একজনের মৃত্যু পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। সাধারণতঃ অংশীদারী কারবারী বা দম্পতিদের জন্য এ ধরনের বীমা উপযোগী।

ঘ) দ্বি-গুণ আর্থিক সুবিধা সম্পন্ন মেয়াদী বীমা ঃ এ ধরনের বীমার ক্ষেত্রে বীমাকৃত ব্যক্তি যদি মেয়াদের মধ্যে মারা যায় তবে বীমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয় আর যদি মেয়াদ শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে তবে দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করা হয়। এ জাতীয় বীমা ১০ থেকে ৪০ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু ৬৫ বৎসরের উপরের বয়সী লোকদের জন্য এ ধরনের বীমা প্রদান করা হয় না।

ঙ) নির্ধারিত মেয়াদী বীমা পত্র ঃ এ ধরনের বীমা পত্রে একটি নির্ধারিত সময় শেষ হবার পর বীমা দাবী পূরণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেউ মারা গেলে প্রিমিয়াম বন্ধ থাকবে কিন্তু বীমার টাকা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার পার পাবে। তবে সেক্ষেত্রে বাট্টা দিয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও টাকা পাওয়া যায়।

চ) শিক্ষা বৃত্তি বীমা পত্র ঃ এ ধরনের বীমা সাধারণত সন্তানদের লেখা পড়া করার জন্য গ্রহণ করা হয়। নির্ধারিত সময় পর বৃত্তি আকারে বীমাকৃত অর্থের টাকা পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সন্তানের পক্ষে পিতামাতা বা কোন অভিভাবকের নামে বীমা করা হয়। যার নামে বীমা করা হবে তার ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয়। সাধারণতঃ ৫ বৎসর মেয়াদী সমান কিস্তিতে বীমার অর্থ বৃত্তি আকারে প্রদান করা হয়।

ছ) ত্রি-সুবিধা বীমা পত্র ঃ এ ধরনের বীমা গ্রহীতাকে বা নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পলিসি হোল্ডারের মৃত্যু হলে তার নমিনিকে নিম্ন লিখিত তিনটি সুবিধা প্রদান করা হয়।

১. বীমা গ্রহীতার মৃত্যু হলে মনোনিত ব্যক্তিকে বা পলিসি হোল্ডারের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা পোষ্যদেরকে বীমাকৃত অর্থ পরিশোধ করা হয়;
২. নির্ধারিত হারে বোনাস প্রদান করা হয়; এবং
৩. নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত পলিসি হোল্ডার জীবিত থাকলে মূল বীমাকৃত অর্থ নগদ প্রদান করা হয়। বীমাকৃতের মৃত্যুর পর বীমাপত্রের সমমূল্যের একটি পূর্ণ-পরিশোধিত আজীবন বীমাপত্রের পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয়।

জ) অপ্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা পত্র ঃ এ বীমাপত্র মেয়াদ পূর্তির মধ্যে বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই বীমাকৃত অর্থের একটি অংশ নির্দিষ্ট সময়ান্তে বীমাকারী বীমাকৃত ব্যক্তিকে প্রদান করে থাকে। এবং বাকী অংশ বীমার মেয়াদ শেষে পরিশোধ করে থাকে। তবে যদি বীমাকৃত ব্যক্তি মেয়াদ পূর্তির আগেই মারা যায় তবে পূর্বের প্রদত্ত অর্থ কর্তন ব্যতিরেকেই বীমাকৃত পূর্ণ অর্থ প্রদান করে থাকে।

ঝ) বহুমুখী উদ্দেশ্য বা সুবিধাসম্পন্ন বীমা পত্র ঃ এ শ্রেণীর বীমা পত্র মানব জীবনের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণ করে থাকে বিধায় একে এ ধরনের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন বৃদ্ধ বয়সে প্রয়োজন, মৃত্যুজনিত প্রয়োজন, সন্তানদের শিক্ষা,

বিবাহ ইত্যাদি সংক্রান্ত সুবিধা এ ধরনের বীমা পত্রে পাওয়া যায়। এ জাতীয় বীমা পত্রে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বীমা কিস্তি পরিশোধ করা হয়।

ঞ) শিশুদের বিলম্বিত মেয়াদী বীমা পত্র ঃ অনেক সময় পিতামাতা তাদের অভিভাবক, তাদের সন্তান বা নিকট আত্মীয়র জন্য বীমাপত্র গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের বীমার ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা প্রথম কয়েক বৎসর প্রিমিয়াম দেয়, পরে শিশুরাই তাদের কিস্তির টাকা পরিশোধ করে থাকে। এর বড় সুবিধা হলো প্রিমিয়ামের কিস্তি খুবই কম। এতে করে শিশুদের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে উঠে। বীমা পত্রটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চালালে অথবা মেয়াদের পূর্বেই কিস্তি বন্ধ করে দিলেও নিয়ম অনুযায়ী চুক্তিমত সে সময় পর্যন্ত প্রদেয় লেখা পড়া ও বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ পেয়ে থাকে।

খ. কিস্তি পরিশোধের ভিত্তিতে বীমার শ্রেণী বিভাগ
(Classification on the basis of payment of installment)

কিস্তি পরিশোধের দৃষ্টিকোন থেকে বীমা ২ শ্রেণীর হতে পারে। যথা-

১. একক কিস্তি সম্পন্ন বীমা পত্র ; এবং

২. বার্ষিক বা সমকিস্তি সম্পন্ন বীমাপত্র। নিম্নে এ দুটি শ্রেণীর বীমা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. একক বা এককালীন কিস্তি সম্পন্ন বীমা পত্র ঃ যে বীমা পলিসিতে একটি মাত্র কিস্তির মাধ্যমে বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধের সুযোগ থাকে তাকেই একক বা এককালীন কিস্তি সম্পন্ন বীমা পত্র বলে। এতে আপাততঃ বেশি পরিমাণ টাকা একত্রে দিতে হয় তবে কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য বীমার মোট টাকার চেয়ে কম প্রিমিয়াম দিতে হয়। সাধারণতঃ কম মেয়াদী বীমার ক্ষেত্রে এককালিন কিস্তি প্রদানের রীতি প্রচলিত। তবে যাদের অর্থের প্রাচুর্য আছে তাদের জন্য এ ধরনের বীমা বেশী প্রযোজ্য। মেয়াদী ও সাময়িক এ উভয়বিধ বীমার মধ্যেই একক কিস্তি সম্পন্ন বীমা পত্র প্রচলিত আছে।

২. বার্ষিক বা সমকিস্তি সম্পন্ন বীমা পত্র ঃ এ ধরনের বীমা পত্রে বার্ষিক, অর্ধ্ব বার্ষিক, ত্রৈমাসিক অথবা মাসিক কিস্তিতে প্রদেয় কিস্তিসমূহ সম-পরিমাণ হয় বলে একে সমকিস্তি বীমা বলা হয়। বার্ষিক বলা হয় এজন্য যে সাধারণত বার্ষিক ভিত্তিতে প্রিমিয়াম দেয়া হয়। এতে বীমা গ্রহীতার ঝামেলা কম, তবে অন্যান্য মেয়াদেও হতে পারে। এ ধরনের বীমা সাধারণতঃ মেয়াদী বীমার আওতাভুক্ত হিসেবেও বিবেচিত।

গ. **মুনাফায় অংশগ্রহণ মোতাবেক শ্রেণী বিন্যাস (Classification on the Basis of Participating in Profit) ঃ** মুনাফা অংশ গ্রহণ অসুবিধা অনুযায়ী বীমা ২ প্রকার। যথা-

১. মুনাফা যুক্ত বীমা পত্র; এবং

২. মুনাফা বিহীন বীমা পত্র।

নিম্নে এ দুটি বীমা পত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. মুনাফা যুক্ত বা মুনাফায় অংশ গ্রহণকারী বীমা পত্র ঃ যে বীমাপত্রের বীমা গ্রহীতাকে বীমা কোম্পানী লাভ্যাংশ প্রদান করে থাকে তাকে মুনাফাযুক্ত বীমা পত্র বলা হয়। তবে কোন লোকসান হলে বীমা গ্রহীতা তার অংশ বহন করবে না। শুধুমাত্র লাভ হলেই সে বৎসর বোনাস পাবে। তবে লাভ্যাংশবিহীন বীমা পত্র থেকে লভ্যাংশ যুক্ত বীমার প্রিমিয়াম বেশী প্রদান করতে হয়।

২. মুনাফা বিহীন বীমা পত্র ঃ যে বীমাপত্রে বীমা গ্রহীতা বীমাকোম্পানীর লাভের কোন অংশ পায়না তাকে মুনাফাবিহীন বীমা পত্র বলে। শুধুমাত্র বীমাকৃত অর্থ পায়। তাই এতে লাভযুক্ত বীমা পত্র থেকে কম কিস্তি বা সেলামী প্রদান করতে হয়।

ঘ. বীমাকৃত ব্যক্তির সংখ্যা অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস
(Classification on the Basis of the Number of the Insurance)

বীমাকৃত ব্যক্তির সংখ্যা অনুযায়ী বীমাকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা- একক জীবন বীমা পত্র ও বহুজীবন বীমা পত্র।

১. একক জীবন বীমা পত্র ঃ যে বীমা পত্রে বীমা গ্রহীতা বা বীমাকৃত ব্যক্তি একজন মাত্র থাকে একক জীবন বীমাপত্র বলে।

২. বহু জীবন বীমা পত্র ঃ যে বীমা পত্রে একাধিক বা বহু জীবন একত্রে বীমাকৃত হয় তাকে বহু জীবন বীমাপত্র বলে। বহু জীবন বীমা পত্র আবার দু'রকম হতে পারে।

ক) যৌথ জীবন বীমা পত্র ঃ যে বীমাপত্রে দুই বা ততোধিক জীবন একই সাথে বীমাকৃত হয়ে থাকে এবং এর বীমাকৃত অর্থ যেকোন একজনের মৃত্যুর পর প্রদেয় হয় তাকে যৌথ জীবন বীমা পত্র বলে। এ ধরনের বীমা সাধারণতঃ অংশীদারদের এবং দম্পত্তির জন্য উপযোগী।

খ) শেষ উত্তরজীবী বীমা পত্র ঃ এ ধরনের যৌথ জীবন বীমার ক্ষেত্রে সর্বশেষ বীমাকারীর মৃত্যুর পর বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একজনও বেচে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বীমার দাবী পরিশোধ করা হয় না।

৬. বীমাকৃত অর্থ পরিশোধের ভিত্তিতে বীমার শ্রেণী বিন্যাস

(Classification on the basis of the payment of claim)

১. বীমাপত্র ঃ যে বীমা পত্রের বীমাকৃত ঘটনা সংঘটনের পরিপেক্ষিতে বীমাকৃত অর্থ একবারে থেকে হিসেবে প্রদান করা হয়, তাকে একক বীমা পত্র বলে।

২. কিস্তি বা বৃত্তি বীমা পত্র ঃ যে বীমাপত্রের বীমাকৃত অর্থ এককালীন পরিশোধ না করে কিস্তিতে অনেক দিন ধরে পরিশোধ করা হয় তাকে কিস্তি বা বৃত্তি বীমা পত্র বলে।

উপরি উল্লিখিত শ্রেণী বিভাগ ছাড়াও আর কয়েক ধরনের বীমা হতে পারে। তন্মধ্যে গোষ্ঠী বা গ্রুপ বীমা অন্যতম।

গোষ্ঠী বা গ্রুপ বীমা ঃ এ ধরনের বীমা সাধারণতঃ কোন গোষ্ঠি বা একটি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একই বীমার অধীনে বীমা করা হলে তাকে গোষ্ঠী বীমা বা গ্রুপ বীমা বলা হয়। এক্ষেত্রে কোন সদস্যদের মৃত্যু হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করা হয়। এতে প্রিমিয়ামের পরিমাণ খুব কম। দিন দিন এ ধরনের বীমা আমাদের দেশেও ব্যাপক প্রসার লাভ করছে ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

পাঠ-সংক্ষেপ

যে বীমার বিষয়বস্তু মানুষের জীবন তাকে জীবনবীমা বলা হয়। জীবন বীমায় নিজ জীবন থেকে শুরু করে আর্থিক সম্পর্ক যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির জীবনের উপর বীমা করে জীবনের ঝুঁকি ও ক্ষতি মোকাবেলা করা হয়।

বর্তমানে জীবন বীমা বীমাজগতে এক বৃহৎ অংশ দখল করে আছে।

অন্যান্য বীমার ন্যায় এ বীমারও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেমনঃ মানব জীবন সম্পর্কিত বীমা, বীমাযোগ্য স্বার্থ, চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস, প্রতিদান, নিশ্চয়তা, প্রস্তাবের স্বীকৃতি, মনোনয়ন, অধিকার অর্পণ, হস্তান্তরের সুযোগ, এক তরফা চুক্তি, শর্তাধীন চুক্তি প্রভৃতি।

জীবন বীমা ব্যক্তি থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সবচেয়ে বড় গুরুত্ব হলো কোন ব্যক্তির অকাল মৃত্যু, চাকুরীচ্যুতি, কর্মক্ষমতা হরন ইত্যাদির কারণে সে যে আর্থিক কষ্টে নিপতিত হয় তখন জীবন বীমা বিশ্বত্ব বন্ধুর ন্যায় তাকে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করে।

বীমাকে বিভিন্ন ভিত্তিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন- মেয়াদী বীমা, আজীবন বীমা, যৌথমেয়াদী বীমা, গোষ্ঠী বীমা ইত্যাদি। উল্লেখ্য জীবন বীমার মধ্যে সাধারণ মেয়াদী বীমার প্রচলন বেশী ও সর্বাধিক জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষ জীবন বীমা বলতে সাধারণ মেয়াদী বীমাই বুঝে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. সবচেয়ে জনপ্রিয় বীমা কোন্‌টি?
ক. আজীবন বীমা খ. সাধারণ মেয়াদী বীমা গ. সাময়িক বীমা ঘ. সবগুলোই।

২. নিম্নলিখিত কোন্ ব্যক্তির উপর জীবন বীমা করা যায় না?
ক. স্ত্রী খ. পুত্র-কন্যা গ. দেনাদার ঘ. বন্ধু

৩. জীবন বীমার বিষয়বস্তু কোন্‌টি?
ক. মানুষের জীবন খ. সম্পদ গ. চাকুরী ঘ. কোনটাই নয়

৪. কিস্তি পরিশোধের ভিত্তিতে বীমা কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ২ গ. ৪ ঘ. ১

৫. সরল সাময়িক জীবন বীমা পত্র সাধারণত কয় বৎসরের মধ্যে হয়ে থাকে?
ক. ২ খ. ৩ গ. ১০ ঘ. ১

৬. রূপান্তরযোগ্য আজীবন বীমা কত বৎসর প্রিমিয়াম দেবার পর রূপান্তর করা যায়?
ক. ৩ বৎসর পর খ. ৪ বৎসর পর গ. ৫ বৎসর পর ঘ. ৫ বৎসর পর

৭. সাময়িক বীমা পত্র সাধারণত কত বৎসর মেয়াদী হয়?

ক. ২-৫ বৎসর খ. ৩-৭ বৎসর গ. ২-৭ বৎসর ঘ. ৩-৮ বৎসর

৮. নবায়ন যোগ্য বীমা কত বৎসর পর্যন্ত নবায়ন করা যায়?

ক. ৪০ বৎসর খ. ৪৫ বৎসর গ. ৫০ বৎসর ঘ. ৫৫ বৎসর

জীবন বীমা চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়াও জীবন বীমার দাবী আদায় পদ্ধতি
(Contracting Procedure of Life Insurance and Recovery Procedure of Its Claim)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জীবন বীমা চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- জীবন বীমার দাবী আদায় পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

জীবন বীমা চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া (Contracting procedure of life insurance) ঃ নিম্নে জীবন বীমা চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো ঃ

১. প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা সমূহ ঃ বীমা কোম্পানী চায় বীমা পত্র বিক্রয় করতে এবং যেজন্য জনগণকে আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে। অন্যদিকে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ বীমা পত্র ক্রয়ের লক্ষ্যে বীমাকোম্পানীতে গিয়ে বা বীমা প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তাদের পছন্দমত বীমা পত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে। এবং পছন্দ অনুযায়ী বীমাপত্রের লিখিত প্রস্তাবনা– পত্রের ফর্ম সংগ্রহ করেন।

২. প্রস্তাব দান ঃ একজন ব্যক্তি বীমা কোন কোম্পানীর প্রস্তাবনা ফর্ম যথাযথ ভাবে পূরণ করে বীমা কোম্পানীর নিকট জমা দিলেই বীমাগ্রহীতা জীবন বীমা চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রস্তাব করেছেন বলে ধরা হয়। বীমাচুক্তির জন্য প্রস্তাবনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবনা ফর্মে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথা- নাম, ঠিকানা, পেশা, বয়স, রোগ, পারিবারিক তথ্যের বিবরণী, ঘোষণা ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবনা ফর্মের প্রদত্ত সকল তথ্য নির্ভুল ও চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের সাথে পূরণ করতে হবে। ইচ্ছাকৃত কোন তথ্য ভুল প্রদান বা গোপন করলে চুক্তি অবৈধ ও বাতিল হয়ে যাবে।

বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবনা পত্র আছে, তন্মধ্যে দু ধরনের প্রস্তাবনা পত্রই সবচেয়ে বেশী চালু রয়েছে।

ক) ডাক্তারী পরীক্ষা যুক্ত প্রস্তাবনা পত্র বা আবেদন পত্র; এবং

খ) ডাক্তারী পরীক্ষা বিহীন প্রস্তাবনা পত্র বা আবেদন পত্র।

(ক) ডাক্তারী পরীক্ষা যুক্ত জীবন বীমা প্রস্তাবনা পত্র ঃ যে প্রস্তাবনা বা আবেদন পত্রে এমন কতগুলো প্রশ্ন থাকে যাতে করে আবেদন কারীর অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা করা যায়, তাকে ডাক্তারী পরীক্ষাযুক্ত জীবন বীমা পত্র বলে। এতে খরচ কম ও কম সময়ে বীমাপত্র বিশ্লেষণ করা যায়।

(খ) ডাক্তারী পরীক্ষা বিহীন জীবন বীমার আবেদন পত্র ঃ ইহা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের মেয়াদীবীমা পত্র, ৫৫-৬০ বৎসরের আগেই মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট কোন বয়স সীমার নিচে বয়স থাকলে সাধারণতঃ ডাক্তারী পরীক্ষা বিহীন জীবন বীমার আবেদন বা প্রস্তাবনা পত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এজাতীয় আবেদন পত্র অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও বিস্তৃত হয়ে থাকে। তাই স্বাভাবিক করণেই এ ধরনের আবেদন পত্রের মধ্যে ডাক্তারী রিপোর্টের জন্য তথ্য সমাবেশ করার প্রয়োজন হয়।

৩. প্রস্তাবনা পত্রের প্রশ্নোত্তর পর্যালোচনা ঃ আবেদন পত্র পূরণ করে জমাদেবার পর বীমা কোম্পানী উক্ত পূরণকৃত প্রস্ত াবনা পত্রটি পর্যালোচনা করে দেখেন যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা যয় কিনা। এক্ষেত্রে বীমাকোম্পানী প্রস্তাবকের পেশা, বয়স, ডাক্তারী রিপোর্ট বীমা প্রতিনিধির রিপোর্ট, ব্যক্তিগত ডাক্তারের রিপোর্ট, বন্ধুবান্ধবের রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হলো-

ক) পেশাঃ পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছু পেশায় মৃত্যুর ঝুঁকি বেশী। যেমন, একজন সৈনিক, খনি শ্রমিক ইত্যাদি। আবার কিছু পেশা আছে যাদের মৃত্যুর ঝুঁকি কম। যেমন- শিক্ষকতা, অফিস জব ইত্যাদি। অতি মাত্রঅয় বিপদনজক পেশায় মৃত্যুর ঝুঁকি বেশী। সুতরাং পেশা ঝুঁকি নিরূপণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

খ) বয়সঃ প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষেত্রে বয়স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে। তাই বয়স ঝুঁকি নিরপণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ) আবেদনকারীর স্বাস্থ্যগত ইতিবৃত্ত ঃ যদি দেখা যায় যে, ৪০ বৎসর বয়সে ওজন অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে বা হঠাৎ ওজন কমে যাচ্ছে তাহলে এটা বড় ধরনের ব্যধির ইঙ্গিত বহন করে। আবার কারো ক্যান্সোর হলে তার জীবনের ঝুঁকি বীমার অযোগ্য বলে ধরা হয়। তাই আবেদনকারীর স্বাস্থ্যগত বিষটাও বীমার ঝুঁকি পরিমাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ) বীমার বিবরণ ঃ বীমা পত্রের মূল্য, বীমার শ্রেণী, মেয়াদ, সুবিধাবলি ইত্যাদিও প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। তাই ঝুঁকি নিরূপণের জন্য এ বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ।

৪. ডাক্তারী পরীক্ষা ও এর রিপোর্ট ঃ বীমা কোম্পানীর ডাক্তার বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত কোন ডাক্তার প্রস্তাবিত বীমা গ্রহীতাকে শারিরীক পরীক্ষা ও প্রশ্ন করে বীমা কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে দেন। ডাক্তার সাধারণতঃ বুক, হৃৎ পিন্ড, ফুসফুস, ওজন, উচ্চতা প্রভৃতি পরীক্ষা করে যে প্রতিবেদন তৈরী করে সেটাই ডাক্তারী রিপোর্ট বা প্রতিবেদন। ডাক্তারী রিপোর্ট সন্তোষজনক হলে বীমাগ্রহণ করা হয়। আর সন্তোষজনক না হলে বীমাপত্র প্রদান করা নাও হতে পারে। তবে সর্বক্ষেত্রে ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট নাও চাইতে পারে। যদি ঝুঁকি কম থাকে ও মেয়াদও কম হয় তবে এধরনের রিপোর্ট নাও চাইতে পারে।

৫. বীমা প্রতিনিধির রিপোর্ট ঃ বীমা প্রতিনিধি মাধ্যমে বীমা চুক্তি গঠন হয়ে থাকলে, সেক্ষেত্রে বীমা প্রতিনিধির প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। বীমা প্রতিনিধি উক্ত গ্রহীতার সাথে সাক্ষাৎ করে তার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করে। তাই বীমা প্রতিনিধির রিপোর্ট বেশ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। যদি রিপোর্ট পজেটিভ হয় তবে বীমা পত্র প্রদান করা হয় নতুবা করা হয় না।

৬. ব্যক্তিগত চিকিৎসকের প্রতিবেদন ঃ বীমাকারী প্রতিষ্ঠান যদি প্রস্তাবিত বীমা গ্রহীতা স্বাস্থ্য ও রোগ ব্যার্থ সম্পর্কে আরও জানতে চায় তবে প্রস্তাবকারীর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের নিকট থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। সে উত্তর আবেদনকারীর আবেদন পত্র অথবা ডাক্তারী রিপোর্টের সাথে মিলিয়ে ঝুঁকি পর্যালোচনা করে প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন করা হয়।

৭. প্রস্তাবকারীর ব্যক্তিগত বন্ধু-বান্ধব থেকে মতামত ঃ অনেক সময় বীমাকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন মনে করলে প্রস্তাবকারীর বন্ধুদের নিকট থেকে তার শারীরিক অবস্থা, অতীত অসুস্থতা, অভ্যাস জীবন যাত্রা পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে। তবে এ ধরনের উত্তর প্রায়শঃ পাওয়া যায় না বা সঠিক তথ্য পাওয়ায় না বলে এর প্রচলন দিন দিন কমে যাচ্ছে।

৮. প্রস্তাব নির্বাচন ঃ প্রস্তাবকারীর আবেদন পত্র, অন্যান্য রিপোর্ট ও প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং তথ্যাদি বীমাকারীর কাছে এসে পৌছলে তা বীমা বিশেষজ্ঞগণ যথা- প্রধান ডাক্তারী পরামর্শদাতা একচুয়ারী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাছাই করা হয়। এ ব্যাপারের ফলাফল চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা-

ক) যেসব আবেদনপত্র ব্যাক্ত প্রিমিয়ামের হারেই গ্রহণ যেগ্য;

খ) যে সব আবেদন পত্র প্রকাশিত প্রিমিয়ামের থেকে বাড়তি প্রিমিয়াম ধার্য করে বা কোন ধরনের পরিবর্তন করে বা কোন পূর্বস্বত্ব আরোপ করে গ্রহণযোগ্য;

গ) যেসব আবেদন পত্র পুনঃ ডাক্তারী পরীক্ষা করার পর বেবেচনাযোগ্য; এবং

ঘ) বীমার অযোগ্য আবেদন পত্র।

৯. প্রস্তাব গ্রহণ ঃ প্রস্তাব নির্বাচনের পর ১ম শ্রেণীর প্রস্তাব বা আবেদনকারীকে প্রস্তাব গ্রহণের সম্মতিপত্র ইস্যু করে জানিয়ে দেয়া হয়। একই সাথে প্রিমিয়ামের পরিমাণ, স্থান ও তারিখ জানিয়ে দেয়া হয়। ১ম কিস্তির টাকা পেয়ে বীমাকারী কর্তৃক পাকা রশিদ না দেয়া পর্যন্ত বীমাকারী প্রস্তাবিত বীমার কোন দায় গ্রহণ করে না। নির্ধারিত তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ১ম কিস্তির টাকা প্রদান না করলে প্রস্তাবকারীকে তার সুস্থতার যথাযতঃ প্রমাণ দিতে হবে। অন্যথায় বীমাকারী কোন দায় গ্রহণ করবে না। বর্ণিত সময়ের মধ্যে ১ম কিস্তির টাকা প্রদান না করলে ডাক্তারী পরীক্ষার তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্য অবিরাম ভাল স্বাস্থ্যের ঘোষণা পত্র দাখিল করে কিস্তি পরিশোধ করা যায়। অন্যথায় দায় গ্রহণযোগ্য হয় না।

১০. বয়সের প্রমাণ ঃ প্রস্তাবকারী আবেদন পত্রে যে বয়স উল্লেখ করেছে তার অনুকুলে বীমাকারী প্রমাণ দাবী করেন। বয়সের প্রমাণ পত্র বীমা চলাকালে যে কোন সময় প্রদান করা যেতে পারে। বীমাকারীর মৃত্যুর পূর্বে বয়সের প্রমাণ না

দিতে পারলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে তা দাখিল করতে হবে। অন্যথায় দাবীর টাকা পরিশোধ করা হবে না। প্রস্তাবক শিক্ষিত হলে তার বয়সের প্রমাণ সহজ। সাধারণতঃ জন্ম নিবন্ধন পত্র, শিক্ষাগত সার্টিফিকেট, ভূমিষ্ঠনামায় ইত্যাদি উৎস হতে বয়সের প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বয়স্কদের এফিডেভিট বা ডাক্তারী রিপোর্ট থেকে বয়স নির্ধারণ করা হয়।

১১. বীমাপত্র প্রদান ঃ বীমাকারী কোম্পানী প্রস্তাবকের নিকট থেকে ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধের পর বীমা গ্রহীতার নামে বীমা পত্র ইস্যু করে বীমাপত্রটি ডাকে পাঠিয়ে দেয়। এই বীমা পত্রটিই হলো বীমাকারী ও বীমা গ্রহীতার মধ্যে গঠিত ও সম্পাদিত বীমাচুক্তির লিখিত দলিল। বীমাপত্রে সাধারণতঃ নাম, ঠিকানা, বয়স, পেশা, বীমার অংক, প্রিমিয়াম পরিশোধের পদ্ধতি, নোমিনিদের নাম, ঠিকানা, অনুপাত ইত্যাদি উল্লেখ থাকে বীমার ১ম কিস্তি পরিশোধের পরই বীমা চুক্তি কার্যকর করা হয়।

বীমার দাবী আদায় পদ্ধতি (Recovery Procedure of Insurance Claim) ঃ সাধারণভাবে জীবন বীমাদাবী আদায় পদ্ধতি প্রধানতঃ দুভাবে ভাগ করা যায়। যথাঃ

ক) জীবনবীমা চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর বীমাদাবী আদায়; এবং

খ) জীবন বীমা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে বীমা দাবী আদায়।

ক) জীবন বীমাচুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর বীমা দাবী আদায় পদ্ধতি ঃ বীমাকৃত ব্যক্তি যে মেয়াদের জন্য বীমা করে সে সময় উত্তীর্ণ হবার পর বীমা দাবী পরিপক্ক হয় ও বীমার দাবী পরিশোধের জন্য বীমাকারীর নিকট দাবী উপস্থাপন করা হয়।

বীমাগ্রহীতার নিকট থেকে এ ধরনের নোটিশ পাবার পর বীমার মোট টাকা বীমাগ্রহীতা বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়। পূর্বে বয়সের প্রমাণ পত্র দেয়া না হয়ে থাকলে বয়সের প্রমাণ পত্র দাখিল করতে হয়।

খ) জীবন বীমা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে বীমা গ্রহতিার মৃত্যু হলে বীমাদাবী আদায় পদ্ধতি ঃ কোন বীমা গ্রহীতার বীমা চলাকালে মৃত্যু বরণ করলে উল্লিখিত বীমাগ্রহীতার মনোনীতি ব্যক্তি বা বীমা গ্রহীতার উত্তরাধিকারী বীমাদাবী আদায়ের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সেক্ষেত্রে বীমাকারী কোম্পানীর নিকট নিম্ন লিখিত দলিল বা প্রমাণপত্র সমূহ বীমাদাবী পরিশোধ করার জন্য পেশ করতে হবে ঃ

১. বীমা গ্রহীতার মৃত্যুর প্রমাণ ঃ বীমা গ্রহীতার মৃত্যুর নিম্নলিখিত প্রমাণ পত্রগুলো আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য ঃ

i) চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু সনদপত্র;

ii) স্থানীর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সংগীত মৃত্যুর সনদপত্র। যেমন- ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়্যারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনার প্রভৃতি কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুর সার্টিফিকেট;

iii) বীমাগ্রহীতার পরিচিত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন তার প্রদত্ত প্রমাণপত্র;

vi) বীমা গ্রহীতার অন্তোষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন এমন কোন গন্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণপত্র।

২. উত্তরাধিকার সনদ পত্র ঃ উত্তরাধিকার বা মনোনিত ব্যক্তিকে বীমার দাবী প্রমাণ করার জন্য উত্তরাধিকার সনদ পত্র সংগ্রহ করে বীমাকারীর নিকট জমা দিতে হবে। কে কত অংশ পাবে তারও প্রমাণ হাজির করতে হবে। এছাড়াও নিখোঁজ বীমাগ্রহীতার বীমা দাবী ও দুর্ঘটনার দাবী সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। যা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

ক) নিখোঁজ বীমাগ্রহীতার বীমা দাবী ঃ কোন ব্যক্তি যদি আত্মীয় স্বজনের জানা শেষ ঠিকানা থেকে ৭ বৎসর বা ততধিক সময় ধরে নিখোঁজ থাকেন এবং এ সময়ের মধ্যে তাকে জীবিত অবস্থায় দেখা গিয়েছে এরূপ প্রমাণ না পাওয়া যায় তবে উক্ত সাত বৎসরের শেষের দিন থেকে তাকে মৃত বলে গন্য করা হবে। এ ব্যাপারে জেলা জজের আদালতে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করলে তিনি পরিত্যাক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনের আদেশ দেন। এ আদেশ বীমাকারীর নিকট হাজির করলে বীমা কোম্পানী নিখোঁজ ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বীমার টাকা পরিশোধ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে একটি অঙ্গিকার নামা থাকবে প্রয়োজনে বীমার টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। কারণ ২য় বিশ্ব যুদ্ধের পর দেখা গেছে যে যুদ্ধের ১২/১৪ বৎসর পর কেউ কেউ তাদের আত্মীয় স্বজনের নিকট ফিরে এসেছেন।

দুরঘটনা বীমার ক্ষেত্রে বীমা দাবী ঃ দুরঘটনার কারণে কোন বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বীমাকারীর গোচরীভূত করতে হয়। এবং সরকারী ডাক্তারের ময়না তদন্তসহ অন্যান্য প্রমাণ পত্র জমা দিয়ে উত্তরাধিকারীরা বীমা দাবী আদায় করতে পারে।

৩. বীমা দাবী পরিশোধ ঃ বীমা দাবী আদায়ের সময় মূল বিমা পত্র অবশ্যই দাখিল করতে হয়। মৃত্যুর প্রমাণ পত্র এবং উত্তরাধিকারী সার্টিফিকেট বীমাকারী কোম্পানীর নিকট জমা দিলে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর সন্তোষ জনক হলে মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীদেরকে বীমার অর্থ পরিশোধ করা হয়। কোন কারণে মূল বীমাপত্র খোয়া গেলে বা চুরি হয়ে গেলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেউ কোন দাবী না করলে নমিনি বা উত্তরাধিকারীকে বীমা পত্রের অনুলিপি প্রদান করা হয়।

বীমাকারীর অর্থ এককালীন বা বীমাকারী এবং বীমা দাবীদার গণের মধ্যে যৌথ সমঝোতার মাধ্যমে নিম্নলিখিত ভাবে পরিশোধ করা হয়।

i) এক কালিন পরিশোধ;

ii) সুদসহ কয়েক কিস্তিতে পরিশোধের পর মূল অর্থ এককালীন পরিশোধ;

iii) সম্পূর্ণ অর্থ একটা নির্দিষ্ট সময়ে বার্ষিক সমান কিস্তিতে পরিশোধ; এবং

iv) বীমা দাবীর অর্থ বৃত্তি আকারে পরিশোধ।

পাঠ-সংক্ষেপ

বীমাচুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়া হলো প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা পালন, প্রস্তাব দান, প্রস্তাব পত্রের প্রশ্নোত্তর পর্যালোচনা করা, ডাক্তারী পরীক্ষা ও এর রিপোর্ট গ্রহণ, বীমা প্রতিনিধির রিপোর্ট বিবেচনা, ব্যক্তিগত চিকিৎসকের প্রতিবেদন বিবেচনা, বন্ধু-বান্ধবের মতামত গ্রহণ, প্রস্তাব নির্বাচন, প্রস্তাব গ্রহণ, বয়সের প্রমাণ গ্রহণ এবং বীমাপত্র প্রদান করা।

সাধারণত ভাবে জীবন বীমাদাবী আদায় পদ্ধতি ২ প্রকার। যথা- ক) জীবন বীমা চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর বীমাদাবী আদায় এবং বীমা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে বীমাকারীর মৃত্যুতে বীমাদাবী আদায়। এক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রমাণ পত্র এবং উত্তরাধিকারী সনদ পত্র দাখিল করলেই বীমার টাকা পাওয়া যাবে।

বীমার টাকা এককালীন বা উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে কিস্তিতে বীমাদাবীর টাকা আদায় করা হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. কত দিনের মধ্যে ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধ না করলে সুস্থতার প্রমাণ পত্র দাখিল করতে হবে?

ক. ১৫ দিন　　খ. ২০ দিন

গ. ৩০ দিন　　ঘ. ৪০ দিন

২. ১ম কিস্তির টাকা কত মাসের মধ্যে না পরিশোধ করলে অবিরাম ভাল স্বাস্থ্যের ঘোষণা পত্র জমা দিয়ে বীমার কিস্তি পরিশোধ করার সুযোগ থাকে?

ক. ৩ মাস　　খ. ৪ মাস

গ. ৫ মাস　　ঘ. ৬ মাস

৩. জীবন বীমার দাবী আদায় পদ্ধতি প্রধানতঃ কত প্রকার?

ক. ১ প্রকার　　খ. ২ প্রকার

গ. ৩ প্রকার　　ঘ. ৪ প্রকার

৪. কোন নিখোঁজ ব্যক্তি কত বৎসর নিখোঁজ থাকলে মৃত বলে ধরা হবে?

ক. ৪ বৎসর　　খ. ৫ বৎসর

গ. ৬ বৎসর　　ঘ. ৭ বৎসর

প্রিমিয়াম ও বোনাস (Premium and Bonus)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- প্রিমিয়ামের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- প্রিমিয়ামের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- জীবন বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বোনাসের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- বোনাসের শ্রেণীবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

যেকোন বীমা চুক্তির অন্যতম উপাদান হলো প্রিমিয়াম। এটা বীমা গ্রহীতার পক্ষ থেকে বীমাকারীকে ঝুঁকি গ্রহণের প্রতিদান হিসেবে দেয়া হয়। প্রিমিয়াম হলো বীমা কোম্পানী বীমা চুক্তির মাধ্যমে বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতি পূরণের যে অঙ্গিকার করে তার প্রতিদান স্বরূপ বীমা গ্রহীতা যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে।

অধ্যাপক জি. ব্যাংক্ এর মতে, "কোন বীমা প্রতিদান হিসেবে যে নিয়মমাফিক অর্থ পরিশোধ করা হয় তাকে প্রিমিয়াম বলে।" জীবন বীমার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বার্ষিক কিস্তি প্রদানই সাধারণ নিয়ম। এতে ঝামেলা কম হয়। তবে বীমা গ্রহীতার সুবিধার্থে ষান্মাসিক, ত্রৈ-মাসিক- এমনকি মাসিক কিস্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়। এক কথায় বীমা কিস্তি বা প্রিমিয়াম হলো বীমা চুক্তির এমন একটি অপরিহার্য উপাদান বা বীমাকারীর প্রতিশ্রুতির প্রতিদান স্বরূপ। প্রিমিয়াম প্রধানতঃ দুই প্রকার। যথা-

ক) নীট প্রিমিয়াম; ও

খ) মোট প্রিমিয়াম।

ক) নীট প্রিমিয়াম ঃ নীট প্রিমিয়াম হলো মৃত্যুর হার ও সুদ যোগ করে যে প্রিমিয়াম ধার্য করা হয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য খরচ, বোনাস ইত্যাদি যোগ করা হয় না।

খ) মোট প্রিমিয়াম ঃ যে প্রিমিয়ামের সাথে ব্যবস্থাপনা খরচ সহ অন্যান্য খরচ এবং বোনাস যোগ করে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয় তাকে মোট প্রিমিয়াম বলে।

পরিশোধের ভিত্তিতে প্রিমিয়ামকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) নীট একমাত্র প্রিমিয়াম ঃ যে বীমা পত্রে পুর বীমা মেয়াদের মধ্যে একটি মাত্র প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয় তাকে নীট একমাত্র প্রিমিয়াম বলে।

খ) সম প্রিমিয়াম ঃ যে বীমা পত্রে সমপরিমাণ কতকগুলো প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয় তাকে সমপ্রিমিয়াম বলে।

জীবন বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণকারী উপাদান সমূহ (Determining Factors of Premium) ঃ জীবন বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণে যে সকল বিষয় বিবেচনা করা হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

১. প্রস্তাবিত বীমা পত্রের মূল্য ঃ বীমার প্রিমিয়াম নির্ভর করে বীমা গ্রহীতা কত টাকার বীমা পত্র গ্রহণ করছে তার উপর। বীমার দাবীর পরিমাণ বেশী হলে প্রিমিয়াম বেশী হবে আর দাবীর পরিমাণ কম হলে প্রিমিয়াম কম হবে। এটা প্রিমিয়াম নির্ধারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

২. বীমা পত্রের মেয়াদ ঃ বীমাপত্রের মেয়াদের উপর প্রিমিয়ামের হার নির্ভর করে। অন্যান্য উপাদান স্থির থাকলে মেয়াদ বেশী হলে প্রিমিয়াম কম হবে, পক্ষান্তরে মেয়াদ কম হলে প্রিমিয়াম বেশী হবে।

৩. চুক্তির প্রকৃতি ঃ চুক্তির প্রকৃতির উপরও বীমার হার নির্ভর করে। সাধারণতঃ সাধারণ মেয়াদী বীমাপত্রের চেয়ে আজীবন বীমা পত্রের প্রিমিয়ামের হার কম হয়ে থাকে। আবার যত বেশী সুবিধা গ্রহণ করবে তত বেশী প্রিমিয়াম দিতে হবে।

৪. বোনাস সুবিধা ঃ বীমাকারী যদি বীমা গ্রহীতাকে বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ প্রদান করার শর্ত যুক্ত বীমাপত্র প্রদান করে তবে প্রিমিয়ামের হার অপেক্ষাকৃত বেশী হবে। পক্ষান্তরে লভ্যাংশ প্রদানের সুবিধা না থাকলে প্রিমিয়াম কম হয়।

৫. ব্যবস্থাপনা ব্যয় ঃ ব্যবস্থাপনা ব্যয় বেশী হলে প্রিমিয়াম বেশী ধার্য করে, আর ব্যবস্থাপনা ব্যয় কম হলে প্রিমিয়াম কম ধার্য করা হয়।

৬. বীমা ঝুঁকির প্রকৃতি ঃ বীমার মূল উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকি প্রতিরোধ করা। তাই বীমাকারী যত বেশী ঝুঁকি গ্রহণ করবে প্রিমিয়ামের পরিমাণ তত বেশী হবে। পক্ষান্তরে কম ঝুঁকি সম্পন্ন পলিসি গ্রহণ করলে কম প্রিমিয়াম হবে। জীবন বীমার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় ঝুঁকির পরিমাণ কম বেশী করে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

ক) বীমা কারীর বয়স ঃ বয়স বেশী হলে মৃত্যুর ঝুঁকি সাধারণতঃ বেশী থাকে বলে প্রিমিয়ামের সংখ্যা বেশী হয়, অপর দিকে বীমাকারীর বয়স কম হলে মৃত্যু ঝুঁকি কম তাই প্রিমিয়ামও কম হয়।

খ) বীমাকৃত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা ঃ বীমাকৃত ব্যক্তির যদি শারীরিক অবস্থা ভাল থাকে তবে স্বভাবতঃ মৃত্যুর ঝুঁকি কম, তাই প্রিমিয়ামও কম। আবার শারীরিক অবস্থা ভাল না হলে অর্থাৎ রোগ ব্যাধি আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর ঝুঁকি বেশী বলে প্রিমিয়ামও বেশী ধার্য করা হয়।

গ) বীমাকারীর পেশা ঃ পেশা যদি ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর হয় তবে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশী থাকে বলে প্রিমিয়ামও বেশী হয়। পক্ষান্তরে আরাম দায়ক ও নিরাপদ এবং ঝুঁকি বিহীন পেশা হলে মৃত্যুর সম্ভাবনা কম থাকে বলে প্রিমিয়ামও কম ধার্য করা হয়।

ঘ) আয়ের পরিমাণ ও প্রকৃতি ঃ বীমাকৃত ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ অধিক ও নিরবিচ্ছিন্ন হলে প্রিমিয়াম কম ধার্য করে থাকে আর যদি কম হয় এবং নিশ্চিত না থাকে তবে প্রিমিয়াম বেশী ধার্য হয়।

ঙ) শিক্ষা ও জীবন যাত্রার মান ঃ বীমাকৃত ব্যক্তি উচ্চ শিক্ষিত ও জীবনযাত্রা উন্নত মানের হলে প্রিমিয়াম কম হবে। কারণ তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি কম। পক্ষান্তর অল্প শিক্ষিত ও জীবন যাত্রার মান নিচু হলে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশী বলে প্রিমিয়াম ও বেশী ধার্য করে থাকে।

চ) পারিবারিক স্বাস্থ্যগত ইতিবৃত্ত ঃ পরিবারের বা বংশগত রোগ ব্যাধি আয়ুষ্কাল ইত্যাদি উপাদানও প্রিমিয়াম নির্ধারণে বিবেচনা করা হয়। যাদের পরিবারের আয়ুষ্কাল কম ও বংশে দূরারোগ্য রোগ ব্যাধি আছে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বেশী বিধায় প্রিমিয়ামের হার ও বেশী। আর যাদের পরিবারের আয়ুস্কাল বেশী ও দুরারোগ্য রোগ ব্যধির ইতিহাস নেই তাদের প্রিমিয়াম কম দিতে হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে অনেকগুলো উপাদানের উপর প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণ হয়। এ উপাদানগুলো হয় বীমাকারীর পক্ষে সুবিধা অথবা বীমাগ্রহীতার সুবিধা সৃষ্টি করে। তাই যে উপাদান বীমাকারীর অনুকুলে সেক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার কম আর কোন উপাদান বীমা গ্রহীতার অনুকুলে হলে প্রিমিয়াম বেশী হবে।

বোনাস ঃ কোন কোন বীমা পত্রে বীমাগ্রহীতা বীমা কোম্পানীর নিকট থেকে লাভের অংশ পেয়ে থাকে। যখন কোন বীমা কোম্পানী কোন বীমা গ্রহীতাকে তার লাভের অংশ দেয় তাকে বোনাস বলে। মুনাফা যুক্ত বীমাপত্রে বীমা কোম্পানী লাভের যে অংশ বীমা গ্রহীতাকে দিয়ে থাকে তাই বোনাস। বীমাকোম্পানী যদি বীমার পলিসি থেকে লাভ করে তবেই বোনাস দেবার প্রশ্ন উঠে। সাধারণতঃ বীমাগ্রহীতাদের আকৃষ্ট বা প্রেষণা দান করার জন্য বোনাস প্রদান করা হয়ে থাকে। বোনাস আবার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার বোনাসের বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১. তাৎক্ষণিক বোনাস ঃ যখন বীমাকারী কোম্পানী মুনাফা ঘোষণা দেবার সাথে সাথে মুনাফা যুক্ত বীমাপত্রের বিপরীতে বোনাস প্রদান করে তখন তাকে তাৎক্ষণিক বোনাস বলে। তাৎক্ষণিক বোনাস চার প্রকার-

ক) নগদ বোনাস ঃ যে বীমাপত্রের বীমাগ্রহীতাকে নগদে বোনাস প্রদান করা হয় তাকে নগদ বোনাস বলে।

খ) বীমা কিস্তি হ্রাসকারী বোনাসঃ যেক্ষেত্রে নগদে বোনাসের টাকা না দিয়ে বোনাসের টাকা পরবর্তী প্রিমিয়ামের পরিমাণ হ্রাস করে বোনাস প্রদান করে তাকে বীম কিস্তি হ্রাসকারী বোনাস বলে।

গ) বাট্টাকৃত বোনাস ঃ সাম্ভাব্য বোনাসের পরিমাণ বাদ দিয়ে বীমার প্রিমিয়াম প্রদানের সুযোগ দিলে তাকে বাট্টাকৃত বোনাস বলে। এক্ষেত্রে বোনাস ঘোষণার পর সমন্বয় করা হয়।

ঘ) প্রত্যাবর্তনশীল বোনাস ঃ প্রতি বৎসর বীমাপত্রের মূল্যের সাথে বোনাস যুক্ত করার বিধান রাখলে তাকে প্রত্যাবর্তনশীল বোনাস বলে। এ ধরনের বোনাস আবার ২ ধরনের হতে পারে। যথা-

i) সরল প্রত্যাবর্তনশীল বোনাস ঃ বীমাপত্রের টাকার অংকের অনুপাতে যে বোনাস বণ্টিত হয় এবং বীমা পত্রের মূল্যের সাথে প্রতিবছর যুক্ত করে দেয় তাকে সরল প্রত্যাবর্তনশীল বোনাস বলে।

ii) চক্রবৃদ্ধি প্রত্যাবর্তনশীল বোনাস ঃ বীমার মূল অর্থের সাথে বোনাস যুক্ত হয়ে যে মোট পরিমাণ হয় তার অনুপাতে বোনাস বন্টন করে তা আবার পুনরায় উক্ত মোট পরিমাণ বীমার দাবীর সাথে যুক্ত করে তাকে চক্রবৃদ্ধি প্রত্যাবর্তন শীল বোনাস বলে।

২. বিলম্বিত বোনাস ঃ যেক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বোনাস প্রদান বন্ধ রেখে ভবিষ্যৎ কোন নির্ধারিত সময়ে বোনাস প্রদানের ব্যবস্থাকে বিলম্বিত বোনাস বলে।

৩. বিবিধ বোনাস ঃ উপরের দু ধরনের বোনাস ব্যতিত আর কয়েক ধরনের বোনাস প্রদানের প্রচলন রয়েছে। নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

ক) অন্তবর্তীকালীন বোনাস ঃ বোনাস ঘোষণার সময় ব্যাতিত দু'টি বোনাসের মধ্যবর্তী সময় বীমাকারী কোম্পানী যে বোনাস প্রদান করে তাকে অন্তবর্তীকালীন বোনাস বলে।

খ) প্রতিশ্রুত বোনাস ঃ বোনাস সাধারণতঃ লাভ হলেই প্রদান করে থাকে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যখন লাভ লোকাসান যাইহোক না কেন কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বোনাস প্রদান করার প্রতিশ্রুতি থাকলে তাকে প্রতিশ্রুত বোনাস বলে।

গ) টাইম বোনাস ঃ যে বীমা পত্রে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বোনাস প্রদান বন্ধ রাখা হয় এবং উক্ত নির্দিষ্ট সময়ান্তে বীমা গ্রহীতা বেঁচে থাকলে তাকে বোনাস প্রদান করা হয়। কিন্তু বীমা গ্রহীতার মৃত্যু হলে নোমিনি বা উত্তরাধিকারীদের আর বোনাস প্রদান করা হয় না, এ ধরনের বোনাসকে টাইম বোনাস বলে।

ঘ) সুদে জমা কৃত বোনাস ঃ যখন কোন বীমা গ্রহীতা নির্দিষ্ট হারে সুদ আকারে বোনাস পায় এবং উক্ত বোনাসের টাকা বীমাকারীর নিকট জমা করে মূল বীমাকৃত অর্থের সমান হলে আর প্রিমিয়াম দেয়ার প্রয়োজন হয় না, তাকে সুদে জমাকৃত বোনাস বলে।

ঙ) অবদান ভিত্তিক বোনাস ঃ কোন বীমা গ্রহীতা প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে বীমাকোম্পানীকে কি পরিমাণ অবদান রাখে তার ভিত্তিতে বোনাস প্রদান করা হয়। যার অবদান যত বেশী সে ততবেশী বোনাস পাবে আর অবদান যত কম সে তত কম বোনাস পাবে।

পাঠ-সংক্ষেপ

একজন বীমা গ্রহীতাকে তার ঝুঁকি বীমাকারীর নিকট হস্তান্তরের প্রতিদান স্বরূপ যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয় তাকে প্রিমিয়াম বলে।

প্রিমিয়াম হতে পারে ২ ধরনের, যথা- নীট প্রিমিয়াম ও মোট প্রিমিয়াম। প্রিমিয়াম নির্ধারণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো হলোঃ প্রস্তাবিত বীমা পত্রের মূল্য, বীমাপত্রের মেয়াদ, চুক্তির প্রকৃতি, বোনাস সুবিধা, ব্যবস্থাপনা ব্যয়, ঝুঁকির প্রকৃতি, বীমাকারীর বয়স, বীমাকৃত ব্যক্তির শারিরীক অবস্থা, বীমাকারীর পেশা, আয়ের পরিমাণ ও প্রকৃতি, শিক্ষা ও জীবন যাত্রার মান, পারিবারিক স্বাস্থ্যগত ইতিবৃত্ত প্রভৃতি।

কোন বীমা কোম্পানী তার বীমাগ্রহীতাকে লাভের অংশ থেকে যে অর্থ প্রদান করে থাকে তাকে বোনাস বলে। বোনাস প্রধানতঃ দু প্রকার। যথা- তাৎক্ষণিক বোনাস এবং বিলম্বিত বোনাস। এছাড়াও পাঁচ প্রকার বিবিধ বোনাস প্রদান করা হয়ে থাকে। যথা অন্তরবর্তীকালীন বোনাস, প্রতিশ্রুত বোনাস, টানটাইন বোনাস, সুদে জমাকৃত বোনাস এবং অবদান ভিত্তিক বোনাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. প্রিমিয়ামকে প্রধানতঃ কত ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ২ ভাগে　　খ. ৩ ভাগে

গ. ৪ ভাগে　　ঘ. ৫ ভাগে

২. কোনটি বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণে বিবেচনা করা হয় না?

ক. বয়স　　খ. পেশা

গ. আয়　　ঘ. উচ্চতা

৩. বোনাস প্রধানতঃ কত প্রকার?

ক. ১ প্রকার　　খ. ২ প্রকার

গ. ৩ প্রকার　　ঘ. ৪ প্রকার

৪. তাৎক্ষণিক বোনাস কত প্রকার?

ক. ২ প্রকার　　খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার　　ঘ. ৫ প্রকার

৫. বাট্টাকৃত বোনাস কোন ধরনের বোনাস?

ক. তৎক্ষণিক বোনাস　　খ. বিলম্বিত বোনাস

গ. বিবিধ বোনাস　　ঘ. কোনটাই নয়।

বার্ষিক বৃত্তি ও সমর্পন মূল্য (Annuity and Surrender Value)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বার্ষিক বৃত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- বার্ষিক বৃত্তির শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বার্ষিক বৃত্তি ও জীবন বীমার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- মৃত্যুহার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সমর্পন মূল্যের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।
- সমর্পন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি বলতে পারবেন।
- সমর্পন মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা ঃ বার্ষিক বৃত্তির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Annuity. নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে একটি বার্ষিক হারে বৃত্তি প্রদানের একটি ব্যবস্থা। কোন কারণে অকাল মৃত্যু বা বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক নিরাপত্তার জন্য বীমাগ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যার ফলে বীমাগ্রহীতা শর্ত অনুযায়ী বার্ষিক হারে বৃত্তি আকারে অর্থ পেয়ে থাকে।

এম.এন. মিশ্রার মতে, "বার্ষিক বৃত্তি হলো বৃত্তির ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে বৃত্তিধারীর অবশিষ্ট জীবনের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট সময়ের বৃত্তিধারীর অবশিষ্ট জীবনের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর সম পরিমাণের অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা।

বৃত্তি সাধারণতঃ বৎসরে একবার প্রদান করা হয়, তবে বৃত্তিধারীর সুবিধার্থে ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক, এমনকি মাসিক হারেও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি ব্যবস্থা বীমাকারীগণ চালু করেছেন। যেমন সাধারণ বৃত্তি, তাৎক্ষণিক বৃত্তি, বিলম্বিত বৃত্তি, প্রতিশ্রুত বৃত্তি, সাময়িক বৃত্তি, অবসর বৃত্তি, সুনির্দিষ্ট বৃত্তি, ভাবীস্বত্ব, একক জীবন বৃত্তি, যৌথ জীবন বৃত্তি, যৌথ জীবন ও উত্তর জীবি বৃত্তি প্রভৃতি।

বার্ষিক বৃত্তির শ্রেণী বিভাগ (Classification of Annuity) ঃ বীমা গ্রহীতাদের সুবিধার্থে বীমাকোম্পানীগুলো বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির বর্ণনা করা হলো-

১. তাৎক্ষণিক বৃত্তি ঃ যে বৃত্তি ব্যবস্থায় বীমা গ্রহীতা চুক্তি সম্পাদনের পর অর্থ প্রদান করার পরপরই বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থা কার্যকর হয় তাকে তাৎক্ষণিক বৃত্তি বলে। বার্ষিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে বৃত্তির মূল্য প্রদানের ১ বৎসর পর ষান্মাসিক বা মাসিক ভিত্তিতে হলে সে সময় পার হবার পরই বৃত্তি ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং বীমা গ্রহীতার মৃত্যু পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান চালু তাকে।

২. বিলম্বিত বৃত্তি ঃ এ শ্রেণীর বৃত্তির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভাবে বৃত্তি প্রদান শুরু হয় না বরং চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় বা বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান শুরু হয় না। কেবল মাত্র চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর অথবা নির্দিষ্ট বয়সে উপনিত হলেই বৃত্তির টাকা পেতে শুরু করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত টাকা পায়।

৩. প্রতিশ্রুত বৃত্তি ঃ যে বৃত্তি ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময় বা পরিমাণ পর্যন্ত বৃত্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি থাকে। যদি বীমা গ্রহীতা উক্ত বয়সে চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত অর্থ ভোগ করতে না পারে তবে মনোনিত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীগণ সে সময় পর্যন্ত বৃত্তি পাবে।

৪. সাময়িক বৃত্তি ঃ যে বৃত্তি ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত মেয়াদের পূর্বে মারা গেলে বৃত্তি প্রদান বন্ধ হয়ে যায় এবং জীবিত থাকলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৃত্তি দেবার পর বৃত্তি প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয় তাকে সাময়িক বৃত্তি বলে।

৫. অবসর বৃত্তি ঃ এ ধরনের বৃত্তি কর্মচারীদের অবসরকালীণ সময় বেশ উপযোগী। এ ধরনের বৃত্তির ক্ষেত্রে বৃত্তি গ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করে এবং চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর তাকে নির্দিষ্ট হারে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাতা প্রদান করে। এ ধরনের বৃত্তি অবসর সময়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রদান করে থাকে।

৬. একক জীবন বৃত্তি ঃ যে বৃত্তির ক্ষেত্রে ভাতা ভোগকারীর সংখ্যা মাত্র একজন হয় তাকে একক জীবন বৃত্তি বলে। এক্ষেত্রে সারা জীবন ভাতা ভোগ করবে এবং মৃত্যুর পর ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। যাদের কোন নির্ভরশীল নেই তাদের জন্য এ ধরনের বৃত্তি বেশী উপযোগী।

৭. যৌথ জীবন বৃত্তি ঃ দুই বা ততধিক ব্যক্তির যৌথ জীবন কাল পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে ভাতা প্রদানের নিশ্চয়তা সংক্রান্ত বৃত্তিকে যৌথ জীবন বৃত্তি বলা হয়। এক্ষেত্রে যে কোন একজনের মৃত্যুর পর বৃত্তি প্রদান বন্ধ হয়ে যায়।

৮. যৌথ জীবন ও উত্তর জীবী বৃত্তি ঃ এক্ষেত্রেও দুই বা ততধিক ব্যক্তির যৌথ জীবনের উপর বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণ করা হয়। তবে একজনের মৃত্যুতে ভাতা প্রদান বন্ধ হয় না। বৃত্তি গ্রহণকারীর যে কেউ জীবিত থাকা অবস্থায় পর্যন্ত বৃত্তির ভাতা চালু থাকে তবে ভাতা আনুপাতিক হারে কম পায়।

৯. ভাবীস্বত্ব বিশিষ্ট বৃত্তি ঃ এক্ষেত্রে একজনের মৃত্যুর পর অপর জন জীবীত থাকলে তাকে আজীবন ভাতা প্রদান করা হয়। কিন্তু যার জন্য ভাতা প্রদান করা হয় তার আগে মৃত্যু হলে ক্রয় মূল্য ফেরত দেয়া হয়। সাধারণতঃ স্বামী স্বীয় জীবনের উপর এ ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করে থাকে। যাতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী জীবীত থাকলে কোন আর্থিক অসুবিধায় না পড়ে তার জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১০. বিনির্দিষ্ট বৃত্তি ঃ এ ধরনের বৃত্তির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় কাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, ষান্মাসিক বা বার্ষিক হারে ভাতা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে কোন জীবনের সাথে ভাতা নির্ভর করে না বরং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাতা প্রদান করা হয়। সাধারণতঃ ছেলে-মেয়েদের লিখা পড়ার জন্য এ ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করা বেশী উপযোগী।

জীবনবীমা ও বার্ষিক বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য (Differences between Life Insurance and Annuity) ঃ জীবন বীমা ও বার্ষিক বৃত্তির মধ্যে যে ধরনের পার্থক্য দেখা যায় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

১. কিস্তি প্রদানের ধরণ ঃ অন্যান্য জীবন বীমার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বারবার কিস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বার্ষিক বৃত্তির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এক কিস্তিতে সব প্রিমিয়াম প্রদান করা হয়ে থাকে।

২. দাবী পরিশোধের ধরণ ঃ অন্যান্য জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমার দাবী সাধারণতঃ একবারে পরিশোধ করা হয়ে থাকে; কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে দাবী সাধারণতঃ মাসিক ভিত্তিতে বা বারবার পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

৩. প্রতিরক্ষা ঃ অন্যান্য অধিকাংশ বীমা দ্রুত মৃত্যুর ঝুঁকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে, অপর দিকে বৃত্তি ব্যবস্থায় বিলম্বিত মুত্যুর ঝুঁকির বিরুদ্ধে একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

৪. দাবী পরিশোধের সময় ঃ সাধারণ বৃত্তি গ্রহীতার মৃত্যুর পর বৃত্তি প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়, কিন্তু অধিকাংশ জীবন বীমার ক্ষেত্রেই বীমা গ্রহীতার মৃত্যুর পরই বীমা দাবী প্রদান করা হয়।

৫. কল্যাণ সাধন ঃ অন্যান্য জীবন বীমার উদ্দেশ্যই হল অন্যের কল্যান করা কিন্তু বৃত্তি ব্যবস্তায় মূলতঃ বৃত্তি গ্রহীতার নিজের কল্যানের জন্য করা হয়।

৬. মৃত্যু বা জীবিতের হার নির্ণয় করা ঃ অন্যান্য জীবন বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার বিবেচনা করা হয়, পক্ষান্তরে বৃত্তি চুক্তির ক্ষেত্রে জীবিতের হার বের করা হয় বা বিবেচনা করা হয়।

৭. কিস্তি বা বৃত্তি হিসেবের ভিত্তি ঃ অন্যান্য জীবন বীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ভর করে মৃত্যুর হারের উপর আর বৃত্তির ক্ষেত্রে বেচে থাকার সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে বৃত্তির হার নির্ণয় করা হয়।

মৃত্যুর হার পঞ্জি ঃ মৃত্যুর হার বীমার প্রিমিয়াম নির্ণয়ে গুরুত্ব উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর যে তালিকার সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ মৃত্যুর হার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তাকে মৃত্যুহার তালিকা বা মৃত্যু হার পঞ্জি বলে।

এম.এন. মিশ্রার মতে- "মৃত্যুর হার পঞ্জি হলো এমন একটি তথ্য পঞ্জি যা অতীত মৃত্যুহারকে সন্নিবেশিত করে এবং এমন অবস্থায় উপস্থাপিত হয় যাতে ভবিষ্যৎ তথাপির ধারা নির্ধারণে ব্যবহৃত হতে পারে।"

পরিশেষে বলা যায় যে, মৃত্যুহার পঞ্জি হলো যে তালিকার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট বয়সের মানুষের প্রতি হাজার নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুর সংখ্যাকে বুঝায়। অর্থাৎ অতিত অভিজ্ঞতার আলোকে কোন নির্দিষ্ট বয়সে প্রতি হাজারে প্রতিবছর মৃত্যুর হার বা সংখ্যাকে বুঝায়।

মৃত্যুহার পঞ্জির বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ মৃত্যুহার তালিকার বা পঞ্জির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমের জনগোষ্ঠির উপর পর্যবেক্ষণ ঃ মৃত্যুর হার পঞ্জি কোন নির্দিষ্ট বয়সের মানব গোষ্ঠির উপর পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং উক্ত মানবগোষ্ঠির নির্দিষ্ট বয়স বা মৃত্যু অবধি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

২. বার্ষিক হার নির্ণয় ঃ মৃত্যুহার পঞ্জির মাধ্যমে বার্ষিক মৃত্যু ও জন্ম হার নির্ণয় করা হয়।

৩. হাজার প্রতি হার নির্ণয় ঃ মৃত্যু হার পঞ্জিতে প্রতি বছর হাজারে কত জন মৃত্যুবরণ করে তা নির্ণয় করা হয়।

৪. কোন একটি নির্দিষ্ট বয়সে এর শুরু ঃ মৃত্যুর হার পঞ্জিতে কোন একটি নির্দিষ্ট বয়ক্রম থেকে পর্যবেক্ষণ শুরু করা হয় যা উক্ত মানব গোষ্ঠির শেষ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে।

৫. মৃত্যু ও জীবিতের হার সম্পর্কে ধারণা পেতে ব্যবহৃত হয় ঃ মৃত্যুর হার পঞ্জি প্রতি বছর হাজারে কত জন মৃত্যু হয় ও কতজন জীবিত থাকে তা জানার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৬. মৃত্যুহার পঞ্জি সাধারণত একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয়।

একটি মৃত্যুহার পঞ্জির নমুনা দে'য়া হলো-

oOfáqyJr kK†

বয়স	জীবিত বীমা গ্রহীতার সংখ্যা	বার্ষিক মৃত্যুর হার সংখ্যা	মৃত্যুর হার	জীবিতের হার
১	২	৩	৪	৫
৩১	১০,০০,০০০	২,০০০	০.০০২	০.৯৯৮
৩২	৯,৯৮,০০০	৩,০০০	০.০০৩	০.৯৯৭
৩৩	৯,৯৫,০০০	৪,০০০	০.০০৪	০.৯৯৬
৩৪	৯,৯১,০০০	৫,০০০	০.০০৫	০.৯৯৫
৩৫	৯,৮৬,০০০	৬,০০০	০.০০৬	০.৯৯৪

সমর্পন মূল্যের সংজ্ঞা (Definition of Surrender Value) ঃ জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য হলো কোন বীমা গ্রহীতা তার জীবনের ঝুঁকি হস্তান্তর করার জন্য বীমাকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট সংখ্যক কিস্তির মাধ্যমে প্রিমিয়াম পরিশোধ করে যার বিনিময়ে চুক্তি অনুযায়ী বীমাকারী প্রতিষ্ঠান বীমা গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে। এখানে উল্লেখ্য যে, সাধারণতঃ কিস্তি শেষ বা মৃত্যু পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। কিন্তু কোন কারণে যদি বীমা গ্রহীতা নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক কিস্তি পরিশোধ করার পর কিস্তি পরিশোধে অপারগ হয় বা কিস্তি চালিয়ে যেতে না চায় তবে সেক্ষেত্রে বীমাকারীর নিকট সে তার প্রদত্ত প্রিমিয়ামের টাকা দাবী করতে পারে এবং বীমা কোম্পানী তাদের চুক্তি অনুযায়ী প্রিমিয়ামের টাকা ফেরত দেয়। চুক্তি অনুযায়ী যে পরিমাণ টাকা এক্ষেত্রে ফেরত পাবে তাকে সমর্পন মূল্য বলে।

ঘোষ ও আগরওয়ালার মতে, "যদি বীমাকৃত ব্যক্তি তার বমিা পত্রের কিস্তি পরিশোধ করে বীমা পত্র চালু রাখতে অসমর্থ হন, তা হলে তিনি তাঁর বীমাপত্রটি বীমাকারীর কাছে সমর্পন করতে পারেন এবং সমর্পন করে কিছু মূল্য আদায় করতে পারেন একে সমর্পন মূল্য বলা হয়।

এম. এন. মিশ্রর মতে, "সমর্পন মূল্য হলো পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই পরিমাণ বা অংশ যা বীমা পত্রটি সমর্পনের সময় বীমা গ্রহীতাকে ফেরত প্রদান করা হয়।"

তাই পরিশেষে বলা যায় যে, কোন বীমাগ্রহীতা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক কিস্তি পরিশোধের পর অসমর্থ হয়ে বীমাকারীর নিকট তার বীমাপত্রটি সমর্পন করে যে পরিমাণ মূল্য ফেরত পান তাকে সমর্পন মূল্য বলে।

সমর্পন মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি বা ভিত্তি সমূহ (Procedure of Determining Surrender Value) ঃ সমর্পন মূল্য নির্ধারণের জন্য বীমাকারী প্রতিষ্ঠান দু'টি পদ্ধতি বা ভিত্তি অনুসরণ করে থাকে। যথা–

১. পুঞ্জীকরণ বা পুঞ্জীভূত পন্থা; এবং

২. সঞ্চয়ান পন্থা।

নিম্নে সমর্পন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি দুটি বর্ণনা করা হলো–

১. পূঞ্জীকরণ পন্থা ঃ এ পদ্ধতি অনুসারে বীমাপত্র সমূহের নীট প্রিমিয়ামের উপর আরপিত অন্যান্য খরচাদি পুঞ্জীকরণ করে যে তহবলি সৃষ্টি হয় তা থেকে সমর্পন মূল্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সমর্পন মূল্য = পূঞ্জীভূত সঞ্চিতি- সমর্পন খরচ। নিম্নে সমর্পন খরচ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হলো-

   ক) প্রাথমিক খরচাবলী ঃ বীমা চুক্তি গঠন ও সম্পাদনের জন্য যে খরচ হয়। যেমনঃ প্রস্তাবের যাবতীয় প্রক্রিয়া করা ও ডাক্তারী পরীক্ষার খরচ, প্রতিনিধির কমিশন, বীমাপত্র ইস্যু করার খরচ প্রভৃতি প্রাথমিক খরচের অন্তর্ভুক্ত।

   খ) প্রতিকূল মৃত্যু হার ঃ সাধারণতঃ যাদের স্বাস্থ্য ভাল ও মৃত্যুর সম্ভাবনা কম তারা বীমাপত্র সমর্পন করে না। আর যারা থেকে যায় তাদের মৃত্যুর হারও বেশী হয়, যার বোঝা বীমাকারীর উপর পড়ে। তাই সমর্পন মূল্য প্রদান করার সময় প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে হয়।

   গ) মন্দাকালিন সমর্পনের বাড়তি খরচাদি ঃ কারবারে মন্দা দেখা দিলে বীমাপত্র সমর্পনের হিড়িক পড়ে যায়। এতে বীমাকারীর উপর প্রচন্ড চাপ পড়ে। তাই সমর্পন মূল্য পরিশোধের সময় এ ধরনের সমস্যাও বিবেচনায় আনতে হয়।

   ঘ) আপদকালীন সঞ্চিত তহবিলে বরাদ্দকরণ ঃ বীমাকারীর ভবিষ্যতে কোন আর্থিক সংকট হলে তা মোকাবেলা করার জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে হয়। তাই বীমাকারী আগে থেকেই অর্থ সঞ্চয় করে রাখে। সুতরাং সমর্পন মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি ও বীমাকারীর মাথায় রাখতে হয়।

   ঙ) মুনাফাতে অর্থ সংরক্ষণ ঃ বীমা একটি ব্যবসায় তাই লাভ করাও বীমার অন্যতম লক্ষ্য। ফলে প্রত্যেক বীমাপত্র থেকে একটি অংশ লাভ হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়।

   চ) সমর্পনের খরচ ঃ বীমা পত্র সমর্পনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বেশ খরচ হয়ে থাকে। তাই সমর্পন মূল্য পরিশোধের সময় সমর্পন খরচ বাবদ একটি অংশ খরচ হিসেবে রেখে দেয়।

২. সঞ্চয়ন পদ্ধতি বা পন্থা ঃ এ পদ্ধতিতে বীমাদাবীর পরিবর্তে সমর্পন মূল্য পরিশোধ করা হয়। নিম্নের সূত্রের সাহায্যে সমর্পন মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

   সমর্পন মূল্য = (বীমাকৃত অর্থ+ভবিষ্যৎ খরচাবলী খাতে পূঞ্জীকৃত অর্থ + অংশগ্রহণকারী বীমাপত্রে ভাবীস্বত্ব বিশিষ্ট বোনাস) – (ভবিষ্যতে প্রাপ্য বীমাকিস্তির পুঞ্জীকৃত পরিমাণ + সমর্পন মূল্য প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার খরচাবলী)।

সমর্পন মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি সমূহ (Ways of Payment of Surrender Values) ঃ সমর্পন মূল্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিশোধ করা হয়ে থাকে। নিম্নে সমর্পন মূল্য পরিশোধের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো–

১. নগদ সমর্পন মূল্য পরিশোধ ঃ সমর্পন মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বীমা কারীর আর কোন দায় থাকে না এবং সমর্পন মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হয় তবে বীমা গ্রহীতা তাৎক্ষণিক ভাবে আর্থিক সুবিধা পায় বলে এ পদ্ধতি অধিকতর জন প্রিয়।

২. হ্রাসকৃত মূল্যে পরিশোধ ঃ এ পদ্ধতিতে সমর্পন মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান না করে বীমা পত্রের মূল্য পরিমাণ অর্থকে হ্রাস করে বীমার মেয়াদ অনুযায়ী হ্রাসকৃত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয়। অন্ততঃ দু'বছর প্রিমিয়াম প্রদান করা হলে বীমাপত্রটি সম্পূর্ণ বাতিল হয় না। কিন্তু আনুপাতিকহারে হ্রাস করে বীমা গ্রহীতাকে সমর্পন মূল্য প্রদান করা হয়।

৩. সম্প্রসারিত সাময়িক বীমা পত্রের মাধ্যমে পরিশোধ ঃ এক্ষেত্রে বীমা গ্রাহক তার প্রদত্ত নীট নগদ মূল্য যে টাকা সমর্পন মূল্য হিসেবে দাড়ায় তা দিয়ে একটি সাময়িক বীমাপত্র ক্রয় করতে পারে। সেক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে বীমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে বীমাকৃত অর্থ পাবে। আর যদি মারা না যায় তবে কিছুই পাবে না। তাতে বীমা গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হয। যদি মারা যায় তবে পোষ্যগণ আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

৪. স্বয়ংক্রিয় কিস্তির পরিকল্পনা ঃ এক্ষেত্রে সমর্পন মূল্য ভবিষ্যৎ কিস্তি পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রিমিয়াম হিসেবে ঋণ দেয়া হয় ও ১৫% সুদ ধার্য করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করা যাবে সে পর্যন্ত বীমাপত্রটি চালু থাকে। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত বীমাগ্রহীতা মৃত্যু বরণ করে তবে ঋণকৃত প্রিমিয়াম ও সুদের অর্থ বাদ দিয়ে যে পরিমাণ বীমাদাবী থাকে তা পরিশোধ করা হয়।

৫. বৃত্তি পত্র ক্রয় ঃ বীমাপত্র গ্রহীতা সমর্পন মূল দিয়ে একটি বার্ষিক বৃত্তি পত্র ক্রয় করতে পারে। এক্ষেত্রে সমর্পন মূল্যের টাকা একত্রে না পেয়ে বৃত্তি আকারে বিভিন্ন কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়। যাদের নিজের জীবনেই সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন তাদের জন্যই এ ধরনের পদ্ধতি অধিকতর প্রযোজ্য।

পাঠ-সংক্ষেপ

বার্ষিক বৃত্তি হলো সাধারণতঃ এককালীন অর্থ প্রদান করে নির্দিষ্ট সময় পর নির্দিষ্ট হারে অর্থ পাবার একটি কৌশল মাত্র।

বিভিন্ন প্রকার বার্ষিক বৃত্তিগুলো হলো তাৎক্ষণিক বৃত্তি, বিলম্বিত বৃত্তি, প্রতিশ্রুত বৃত্তি, সাময়িক বৃত্তি, অবসর বৃত্তি, একক জীবন বৃত্তি, যৌথ জীবন বৃত্তি, যৌথ জীবন উত্তরজীবী বৃত্তি, ভাবী স্বত্ব বিশিষ্ট বৃত্তি এবং বিনির্দিষ্ট বৃত্তি।

মৃত্যুহার পঞ্জি হলো আতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট বয়সের জন গোষ্ঠির মধ্যে হাজারে কতজন মৃত বরণ করে তার একটি তালিকা।

মৃত্যুহার পঞ্জির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো নির্দিষ্ট বয়সঃক্রমের জন গোষ্ঠির উপর পর্যবেক্ষণ, বার্ষিক হার নির্ণয়, হাজারে হার নির্ণয় করা হয়। মৃত ও জীবিতের হার সম্পর্কে সাধারণা পেতে ব্যবহৃত হয় মৃতহার পঞ্জি। সাধারণত একটি ছকের মাধ্যমে ইহা উপস্থাপন করা হয়।

একজন বীমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট পরিমাণ কিস্তি পরিশোধ করার পর প্রিমিয়াম দিতে ব্যর্থ হয়ে বীমাপত্রটি বীমাকারীর নিকট সমর্পন করে তার বিনিময়ে যে অর্থ প্রাপ্য হয় তাকে সমর্পন মূল্য বলে।

সমর্পন মূল্য দু পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়। যথা-

১. পুঞ্জিকরণ বা পুঞ্জিভূত পন্থা; এবং
২. সঞ্চয়ন পন্থা।

সমর্পন মূল্য পাঁচটি ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রদান করা যায়। যথা-

১. নগদ সমর্পন মূল্যে
২. হ্রাসকৃত পরিশোধিত মূল্যে
৩. সম্প্রসারিত সাময়িক বীমা পত্রের মাধ্যমে
৪. স্বয়ংক্রিয় কিস্তি পরিচালনার মাধ্যমে
৫. বৃত্তি পত্র ক্রয়ের মাধ্যমে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. বার্ষিক বৃত্তির প্রিমিয়ামের অর্থ সাধারণতঃ কত কিস্তিতে দেয়া হয়?
   ক. ১ কিস্তি
   খ. ২ কিস্তি
   গ ৩ কিস্তি
   ঘ. ৪ কিস্তি

২. বার্ষিক বৃত্তি সাধারণতঃ কে ভোগ করে?
   ক. নোমেনি
   খ. উত্তরাধিকারী
   গ. স্ত্রী
   ঘ. নিজে

৩. মৃত্যুহার পঞ্জি হিসাব করা হয় প্রতি কতজনে?
   ক. ১০০ জনে
   খ. প্রতি ৫০০ জনে
   গ. প্রতি ১০০০ জনে
   ঘ. প্রতি লক্ষজনে।

৪. সমর্পন মূল্য নির্ণয় পদ্ধতি কয়টি?
   ক. ১টি
   খ. ২টি
   গ. ৩টি
   ঘ. ৪টি

৫. কত ভাবে সমর্পন মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকে?
   ক. ৪ ভাবে
   খ. ৫ ভাবে
   গ. ৬ ভাবে
   ঘ. ২ ভাবে

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.১

১.খ ২. ঘ ৩.ক ৪.ক ৫.ক ৬.গ ৭.গ ৮.ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.২

১.গ ২.ঘ ৩.খ ৪.ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৩

১.ক ২.ঘ ৩.খ ৪.গ ৫.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৪

১.ক ২.ঘ ৩.গ ৪.খ ৫.খ

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. জীবন বীমা চুক্তির সংজ্ঞা দিন। জীবন বীমার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
২. জীবন বীমার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. জীবন বীমার শ্রেণীবিন্যাস সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৪. বিভিন্ন ধরনের মেয়াদী বীমার ব্যাখ্যা করুন।
৫. জীবন বীমা সম্পাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৬. জীবন বীমা দাবী আদায় পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৭. সাময়িক বীমাপত্র কাদের জন্য বেশী উপযোগী?
৮. সাধারণ মেয়াদী বীমার সুবিধাগুলো বর্ণনা করুন।
৯. প্রিমিয়াম কাকে বলে?
১০. প্রিমিয়াম নির্ধারণের বিবেচ্য উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।
১১. বোনাস কাকে বলে। বোনাস কত প্রকার ও কি কি? বর্ণনা করুন।
১২. বার্ষিক বৃত্তি কাকে বলে?
১৩. বার্ষিক বৃত্তির শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।
১৪. জীবন বীমা ও বার্ষিক বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য করুন।
১৫. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে। মৃত্যুহার পঞ্জির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন। একটি মৃত্যুহার পঞ্জির নমুনা দেখান।
১৬. সমর্পন মূল্য কাকে বলে?
১৭. সমর্পন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
১৮. সমর্পন মূল্য কত ভাবে প্রদান করা যায় বর্ণনা করুন।